ওঁ

ঈশ্বর-উপাসনা

(সংক্ষিপ্ত ও সরল)

ডা: ইন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়

মূল্য ৷৹

ওঁ

ঈশ্বর-উপাসনা

(সংক্ষিপ্ত ও সরল)

ডা: ইন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়

মূল্য ॥৹

একত্রিত ১২ খানির মূল্য ৫।৹

ভূমিকা

ঈশ্বর উপাসনার প্রয়োজন, (প্রথম পরিচ্ছেদ) ঈশ্বরকে অনুমান করিবার নানা প্রকার পদ্ধতি, বেদ-বেদান্তাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং ঈশ্বর উপাসনার নানা পন্থা ও মূল সিদ্ধান্ত এই বই খানিতে সরল ও সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত হইল। দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি অনুসারে সনাতন ধর্ম্মান্তর্গত জ্ঞাতব্য বিষয় গুলির প্রচারের আবশ্যকতা বুঝিয়া বইটি প্রকাশিত হইল।

বহু ধর্ম্ম পুস্তকাদি হইতে বিষয় সমূহ সংগ্রহ করার কারণে, প্রসঙ্গ কোন কোন স্থানে খণ্ডিত ভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও মূল প্রসঙ্গটি অটুট ভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। বই খানি দুবার পড়িলে সংশয়াদির অনেক পরিমাণে নিবৃত্তি হইবে। এই বই খানির আধার বেদ-সার ব্রহ্ম-গায়ত্রী মন্ত্র।

ঠিকানা ও প্রাপ্তিস্থান
রত্ন কুটীর
সিদ্ধগিরিবাগ, কাশীধাম।

গ্রন্থকার—
শ্রীইন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়
শ্রাবন—১৩৬১

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণ-মাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (ঈশোপনিষৎ)

ওঁ- উহা অর্থাৎ পরব্রহ্ম পূর্ণ, ইহাও অর্থাৎ সগুণ নামরূপ যুক্ত ব্রহ্ম ও পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদ্গত হন। পূর্ণ হইতে পূর্ণ আদায় করিলে পূর্ণই অবশিষ্ঠ থাকেন। ওঁ ত্রিবিধ শান্তি, অর্থাৎ অধিদৈবিক বিঘ্ন=আকস্মিক, প্রাকৃতিক ঘটনাদি; আধি-ভৌতিক=হিংস্র প্রাণিগণ কর্ত্তৃক হিংসাদি; এবং আধ্যাত্মিক বিঘ্ন=শারীরিক ও মানসিক বিপদ—রোগ শোকাদি।

ইদং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য আর অদস্ ইন্দ্রিয়াতীত=সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম। অবস্থাদ্বয়ে ব্রহ্ম একই এবং তিনি পূর্ণ তাহাই এই মন্ত্রে প্রতিভাত হয়। এই নশ্বর জগত যাহা ইদং পদবাচ্য তাহা সব ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত এবং ঐ ঈশ্বরই এই বই খানির বিষয়। পূর্ণ অর্থাৎ কখনও (ত্রিকালে ও কালাতীতে) এবং কোথায়ও (অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডে বা তদাতীত অবস্থায়) তাঁহার অভাব নাই। তিনি সর্ব্বব্যাপী (Omnipresent) সর্ব্ব শক্তিমান (omnipotent) ও সর্ব্বজ্ঞ (omniscient)। নির্গুণের জন্য ভাষা নাই, ভাবমাত্র, তুষ্টিম্ ভাব।

নির্গুণ মার্গ দুর্গম, সুকঠিন, এবং সদ্যমুক্তির পথিক সন্ন্যাসীর পথ। সগুণ উপাসনা সুসাধ্য, সরল এবং ক্রমমুক্তির অভিলাষী

সংসারীর পথ। ঈশ্বর সগুণ ব্রহ্ম। ঈশ্বর উপাসক অর্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মলোকে (হিরণ্য গর্ভে) গমন করেন এবং শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদির ফলে কল্পান্তে ব্রহ্মার (হিরণ্যগর্ভের) সহিত মোক্ষ লাভ করেন (ক্রমমুক্তি)। বৃ, আ, উপনিষদে উল্লেখ আছে ব্রহ্মলোক হইতে আর পতন নাই এবং ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত।

এখন ব্রহ্মলোকটি কি, তাহার বর্ণনার প্রয়োজন আছে। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৮।১ হইতে ২।৮।৪ দ্রষ্টব্য, ইনি বলিতেছেন মনুষ্যের প্রকৃষ্টতম আনন্দের (unit) শতগুণ হইলে গন্ধর্ব লোকের একটি আনন্দ হয়, গন্ধর্ব্বের শতগুণে একটি দেবগন্ধর্বের আনন্দ হয়, দেবগন্ধর্ব্বের শতগুণ চিরপিতৃলোকে, পিতৃর শতগুণ দেব-লোকে, দেবের শতগুণ ইন্দ্রলোকে, ইন্দ্রলোকের শতগুণ বৃহস্পতিলোকে, বৃহস্পতির শতগুণ প্রজাপতিলোকে এবং প্রজাপতির শতগুণ আনন্দ ব্রহ্মলোকে। হিরণ্যগর্ভ সর্ব্বোৎকৃষ্ট আনন্দ। ইহার চেয়ে বা ইহার মতন আনন্দ আর কোনও স্বর্গে নাই, এবং এখান হইতে আর পতন ও নাই। অতুল ঐশ্বর্য্যাদি ভোগান্তে অর্থাৎ কল্পান্তে (সহস্র চতুর্যুগীতে এক কল্প) মোক্ষ হইয়া যায়। তবে এই মার্গ অকাম হত শ্রোত্রিয়ের পক্ষে লোভনীয় নহে। সংসারীর পক্ষে অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় এবং পরম সৌভাগ্যকর।

আবার ঈশ্বর উপাসনার ফলে চিত্ত নির্ম্মল হইলে ক্রমে নির্গুণ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি ও হইতে পারে। তৈত্তি ২।১।৩ যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। সত্য স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ ও অনন্ত স্বরূপ ব্রহ্মকে হৃদয়াকাশে বুদ্ধিরূপ গুহায় অবস্থিত-অবস্থা যিনি দর্শন করেন তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মরূপে যুগপৎ সর্ব্ব প্রকার কাম্যবস্তু উপভোগ করেন।

লোকাদির বিভাগ অনেক শাস্ত্রে অনেক প্রকার দেখা যায়। তবে মূল সকলের প্রায় একই, ভেদ কেবল প্রকারে। চৌদ্দ-লোক বলিতে সপ্তউর্দ্ধে, সপ্ত অধে, এইরূপ = ভূর্লোক, পৃথিবী জাতীয় লোক (নাভি) ; ভুবঃ অন্তরীক্ষ (কক্ষি) ; স্ব ; স্বর্গাদির আরম্ভ অর্থাৎ দেবলোকাদি (হৃদয়)। মহঃ (বক্ষ) জনঃ (কণ্ঠ) তপঃ (মুখ), সত্য (মস্তক) ; আর পাতাল (সন্ধিদেশ) মহাতল (গুহ্য), তলাতল (উরু), রসাতল (গুল্ফ), সুতল (জঙ্ঘা), বিতল (তদধে), তল (পাদমূলে)। ঈশ্বরের বিরাট শরীরের কল্পনা করিলে এইরূপ লোকাদির অবস্থিতি হয়। কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। ইহা স্বতঃ সিদ্ধ। কর্ম্ম অনুযায়ী প্রাণী উর্দ্ধ কিম্বা অধলোকে নিক্ষিপ্ত হয় এবং ফল ভোগ করে ; আর তাহার সহিত ভবিষ্যৎ সংস্কার, কর্ম্ম অনুসারে গঠন করিতে থাকে। আবার ভোগান্তে অন্য দেহ ধারণ করিয়া উপযুক্ত লোকে নিক্ষিপ্ত হয়। ভূঃ লোক অর্থাৎ এই পৃথিবী, শ্রেষ্ঠ কর্ম্মস্থান। এখান হইতে ক্রমমুক্তি ও সদ্যমুক্তি দুইই লভ্য হইতে পারে এখানে আবার বেদের ও আবির্ভাব পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীবদদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে ছায়া তপয়োরিব
ব্রহ্মলোকে॥ কঠ ২।৩।৫

দর্পনে যেরূপ স্পষ্ট দর্শন হয় (শুদ্ধ) বুদ্ধিতেও আত্মার দর্শন সেইরূপ স্পষ্ট হয়, স্বপ্নে যেরূপ অস্পষ্ট দর্শন হয় পিতৃলোক আত্ম দর্শন ও ঐরূপ। জলে যেরূপ দর্শন হয় গন্ধর্ব্বলোকে (এবং অপর স্বর্গাদিতেও) সেইরূপ। ব্রহ্মলোকে আত্মদর্শন হয় ছায়া আলোকের ন্যায় সুস্পষ্টরূপে। আত্মদর্শনই ঈশ্বর দর্শন। স্বর্গাদি দেবস্থান, অন্তরীক্ষ গন্ধর্ব্ব ও চির পিতৃস্থান, পৃথিবী

মনুষ্যের স্থান, পাতালাদি নরক এবং অসুর গণের স্থান। যেমন পৃথিবী আমাদিগকে ধারণ করে তেমনি সর্ব্বব্যাপী পুরুষ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন।

প্রাণি মাত্রই অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান। নিজের দুঃখ দৈন্য দূর করিতে অসমর্থ হয়, এবং সমর্থ ব্যক্তির সহায়ে সংসারে বিচরণ করিতে করিতে, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমানের সহায়তা লাভ করিলে সর্ব্বদিক পুর্ণতা লাভ করিতে পারিবে, এমন চিত্তবৃত্তি লাভ করে; এবং এই বিশাল সুকৌশলপূর্ণ বিশ্ব, অল্পজ্ঞ কৃত নহে ইহা হৃদয়ঙ্গম করতঃ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমানের চিন্তায় রত হয়। এই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমানই ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হন। আবার যিনি আমাদের অচেতন দেহ ইন্দ্রিয়াদি সহ চেতনকে কর্ত্তা করেন তিনিও ঐ ঈশ্বর। দেবদেবীর মধ্যেও তাঁহারই চেতন। চিৎ নিষ্ক্রিয় হইলেও বুদ্ধিরূপ দর্পণে চিতের যে প্রতিবিম্ব পাত হইতেছে তাহা মনাদির স্পন্দনের হেতু হয়। সেই স্পন্দন চিতে আরোপ করিয়া 'চিৎ'কে দেহীর কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বলা হয়। বিম্ব ব্যতীত প্রতিবিম্বের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। সুতরাং সাক্ষাৎ নিষ্ক্রিয় বস্তু (চিৎ) প্রকৃত কর্ত্তা না হইলেও গৌণ ভাবে কর্ত্তৃত্বের কারণ হইয়া থাকেন।

সর্ব্বধর্ম্মের লোকই এই পৃথিবী ভালো স্থান নহে জানে। ঋষিগণ বলেন এই পৃথিবী সংশোধন স্থান যেমন কারাগার বা reformatory যেখানে শুধরাইয়া কাহারও কাহারও ক্ষীণ পাপ হইয়া যায়। আমরা প্রকৃতির বন্দি (Prisoners of Nature) দেবতারা উচ্চস্তরের বন্দি, সেই জন্য দেবাদিদেবের উপাসনা বাঞ্ছনীয়। এই জগতে আকর্ষিত থাকিলে পুণঃ পুণঃ এখানেই গতি হয়। গীতা ১৬।১ হইতে ৫ দ্রষ্টব্য। এখানে জীবে দৈব

ও অসুর সম্পৎ বিভাগ করিয়া বলিয়াছেন "দৈবীসম্পা বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।" দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতা আসুরিক বৃত্তি এবং ত্যজ্য। তম (কুম্ভকর্ণ) রজ (রাবণ) ভাব ত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে শুদ্ধচিত্তে ভগবৎ ভজন পরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য। কাহারও ক্লেশ, কায়মন বাক্যদ্বারা উৎপাদন করিতে নাই। তবে সত্যের রক্ষার্থে বলবীর্য্য বানের ন্যায় আচরণ করিতে হয়। জগতে সর্ব্বপ্রথম সাধন একটি ভদ্রলোক হইয়া বিচরণ করা।

মানব ঈশ্বর হইতে আগত এবং ঈশ্বর স্থানেই (স্বদেশে) ফিরিতে চায়। মর্ত্ত্যলোকে শোধরাইলে উর্দ্ধগতি নতুবা পাতাল নরক বা আবার এই পৃথিবীতে প্রত্যাগমন। জীব ঈশ্বরকে চায় না। ঈশ্বর হইতে চায়। ঈশ্বর আনন্দ স্বরূপ, অমৃত স্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বনিয়ন্তা, মানব ও তাই হইতে চায়। অনীশ জীব ঈশ পদাকাংক্ষী। জীব স্বতন্ত্রতা, প্রভুত্ব, অমরত্ব পদ চায়। কী বৃদ্ধ, কী বালক, কী যুবক, কী যুবতী প্রত্যেকের অভিলাষ জাগে যে নিরাবিল সুখ ভোগ করিতে পাইতাম এবং সেই ভোগের জন্য আমার দেহখানা অটুট থাকিত, কোন ও অকস্মাৎ বিপদ উপস্থিত না হইত, সকলেই আমার স্বেচ্ছা অনুসারে চলিত এবং আমার উপরে কেহ দাণ্ডা ঘোরাইতে না পারিত। চিন্তা করিলে জানা যায় এই পাঁচটি ঈশ্বরেই দৃষ্ট হয় এই পাঁচটি লাভার্থে সে ঈশ্বরই হইতে চায়, ঈশ্বরের অধীন থাকিতে চায় না। পুরুষ জীবের আদি বাসস্থান এই পৃথিবীতে জীব মাত্রই বাস্তুহারা; অব্যক্ত হইতে বহিরাগত ব্যক্ত জগত ও তৎস্থিত প্রাণিজাতি সবই আদিস্থানচ্যুত। "মন চল নিজ নিকেতনে।"

মৃত্যুর পর স্বর্গ নরকাদিভোগ, ইহা ইহুদি, জেরাষ্ট্রিয়ন, ঈশা, মুসা ইত্যাদি সকলের স্বীকৃত। মানবের দেবতা হইবার

আকাঙ্ক্ষা সাধারণ ; তাহার চিত্তে জাগে কেন, সেই জন্য বলে মানব স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা। মানবের আকাঙ্ক্ষা তাহার ইষ্ট। তাহা সাফল্য মণ্ডিত করিতে যে সাধন প্রয়োজন তাহা কিঞ্চিৎ ক্লেশপ্রদ হইলেও পশ্চাৎপদ হইবার কারণ নাই। ইহাই মানব জীবনের কৃতকৃত্যত।

দেহধারী মাত্রেরই দেহে এক দেহী বা তেজোময়, জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আছেন। দেহরূপ দেবালয় তাঁহাকে ধারণ করে। যাহা প্রতি দেহেব্যষ্টি তাহারই সমষ্টিগত ঈশ্বর। দেবতা একই, ঘটাকাশ, মঠাকাশ একই আকাশ। শরীর রথ, বুদ্ধিচালক বা সারথী, মন লাগাম, ইন্দ্রিয়সমূহ অশ্ব, ভোগ্য বিষয়াদি পথ। আত্মা রথস্বামী। যে বুদ্ধি অসমাহিত মনের সহিত সর্ব্বদা যুক্ত থাকায় বিবেকহীন হয় তাহার ইন্দ্রিয় সমুহ সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় দুর্দমনীয় হয়। কঠ ১।৩।

যাহাতে জীবনে চিরশান্তি ও নিরাবিল সুখ লাভ ঘটে তজ্জন্যই লোকে উপাসনা করে। উপসনা ততক্ষণ যতক্ষণ না স্ব স্বরূপে স্থিতি লাভ হয়। এই শান্তি লাভের জন্য জীবলোক সর্ব্বদা লালায়িত। সকলের চরম লক্ষ্য এক স্থির ভূমিতে চিরবিশ্রান্তি লাভ। ইহা সকল সাধনার চরম ঐক্য এবং ইহার দিকে লক্ষ্য রাখিলে জাতিগত, ধর্ম্মগত দ্বন্দ্বের ভাব অনেক পরিমাণে উপশান্ত হইয়া যায়।

গীতা ১২।২ শ্লোকে ভগবান অব্যক্ত উপাসনা হইতে ব্যক্ত মধ্য পুরুষের (ঈশ্বরের) উপাসনা যুক্ততম বলিয়াছেন। অর্থাৎ কার্য্যব্রহ্ম, সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বর উপাসনা যখন অর্জ্জুন হেন নরের জন্য শ্রেষ্ঠ তখন আমরা তো কোন্ ছার ? নিগুনের কাছে দিবার কি আছে ? তিনি সর্ব্বহারা, সর্ব্ব রহিত করিয়া দেন

অর্থাৎ সর্ব্ব আবরণ ও সর্ব্ব আশা রহিত না হইলে তিনি লভ্য নহেন। সগুণের কাছে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সবই দিবার আছে। সগুণ অর্থ প্রকৃতি ও পুরুষের যুক্ত অবস্থা। আমাদের মা (প্রকৃতি) ও বাবা (পুরুষ) দুইয়েরই সাহায্য চাই। আমরা মাতৃহারা ও হইতে চাই না, পিতৃহারা ও হইতে চাই না। যে সংসারী সংসারে থাকিয়া সন্ন্যাসীর বা বৈরাগীর ধর্ম্মের অনুকরণ করে, তাহাকে ধর্ম্ম সংকর বলে। এবং তদ্বিপরীত ও তাই॥

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনা বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে।

ধর্ম্ম সংসারীর কি, এবং সন্ন্যাসীর কি তাহা, জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন, যুক্তিহীনতার জন্য ভারতে ধর্ম্ম সংকরের সংখ্যা অধিক। নানা পন্থার জন্য ধাঁদার উদ্রেক হয়।

অনেকে বলেন ধর্ম্ম কেবল স্তোকবাক্য মাত্র কিংবা আফিম (opium)। যাঁহারা মুক্তিপথের পথিক তাঁহারা এই ধারণাটিকে উপেক্ষা করেন। যাঁহারা কেবল সংসার পথের পথিক অর্থাৎ কেবল পার্থিব সুখের জন্য আরাধনা করেন তাহাদের জন্য শাস্ত্রে তিনটি গৃহীত শক্তির উল্লেখ দ্রষ্টব্য। (১) ঔষধ শক্তি, (২) মন্ত্রশক্তি, (৩) দৈব শক্তি। সব রোগ সমান হয় না, রোগ অসাধ্য ও হয় সেজন্য ঔষধ শক্তি অস্বীকার করা যায় না।

* সেইরূপ দৈব ও মন্ত্র শক্তি ও অস্বীকার করা যায় না। ধর্ম্মক্ষেত্র ব্যবসায়ের বাজার নহে। এখানে উপাস্যের অনুগ্রহের বা প্রীতির উপর ফলাফল নির্ভর করে এবং উপাস্যের সূক্ষ্ম ও মহান বিচারের সহিত সাধারণ মানুষের স্থূল ও ক্ষুদ্র বিচারের তুলনা হয় না।

দুই

ঈশ্বরের একটু ধারণা না করিতে পারিলে উপাসনা ভাল জমেনা। ঈশ্বরের বর্ণনা যেরূপ বেদে আছে সেরূপ আর পৃথিবীতে কোথায় ও নাই। ঋগ্বেদে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা দেবরাজ ইন্দ্র, ইনি পৌরাণিক দেবরাজ (দেবলোকের রাজা) ইন্দ্র নহেন ; ইনি সগুন ব্রহ্ম। বেদ চতুর্ম্মুখে ইঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। বেদে ইনিই সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, ও সর্ব্বব্যাপী পুরুষোত্তম ঋ ১০।৫৫।২ মন্ত্রে ইন্দ্রের চারিটি অসূর্য্য শরীরের বর্ণনা আছে। (১) শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, নিত্য, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার, অক্ষয়, অব্যয় সৎ, চিৎ, আনন্দ পুরুষ (২) মায়াসমাগমে সিসৃক্ষু ঈশ্বর, "আমি বহু হইব, সৃজন করিব," ইচ্ছাযুক্ত (৩) মায়ার আবরণে আবৃত হিরণ্যগর্ভ যিনি সূত্রাত্মা অর্থাৎ "সূত্রে মনিগণাইব" সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়া কার্য্য কর্ত্তা। (৪) বিরাট বৈশ্বানর অর্থাৎ দৃশ্য প্রপঞ্চরূপে পরিদৃশ্যমানা অব্যক্ত অবস্থা হইতে সূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভ অবস্থা তাহা হইতে ব্যক্ত ভাব, অর্থাৎ বিরাট বৈশ্বানর ভাব।

এই যে তাঁহার রূপ ইহা সমষ্টিগত। এতদ্ব্যতীত ব্যষ্টিরূপে তিনি প্রাজ্ঞ তৈজস ও বিশ্বরূপে জীবভাবাপন্ন, (স্থূল সূক্ষ্ম, ও কারণ শরীর)। প্রাজ্ঞতা সুষুপ্তিতে, তৈজস্ স্বপ্নে এবং বিশ্ব জাগ্রতে কল্পিত।

প্রথম শরীর কেবল বিশেষণ দ্বারা মণ্ডিত (নিগু'ণে বিশেষণ নাই) পরমেশ্বর। দ্বিতীয়টি ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মণ্ডিত। তাহা হইলে তিনি মনপ্রাণ যুক্ত মানুষের মত, নচেৎ ইচ্ছা হইবে কী প্রকারে? এখানে তত্ত্ব জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে।

"অপ্রাণোহ মণাঃ শুভ্রোহ্য ক্ষরাৎ পরত ঃ পরঃ॥

তৃতীয় শরীর সূক্ষ্ম ক্রিয়া, সৃজন, পালন, সংহার শক্তি ও তেজদ্বারা মণ্ডিত। তাঁহার কি হাত পা আছে? এবং উপাদানই বা কি? "অপানি পাদোহ হম চিন্ত্যশক্তিঃ পশ্যাম্যচক্ষুঃ সশৃণোম্যকর্ণঃ। অহং বিজানামি বিবিক্ত রূপো নচাস্তি বেত্তা মম চিৎসদাহম্॥" কৈবল্য উপনিষৎ—হস্তপদাদি বিহীন হইলেও অচিন্ত্য শক্তি বিশিষ্ট—চিৎশক্তি। বিজ্ঞানে—বলে Everything on the surface of Earth is transformed sunlight. সূর্য্য রশ্মির কি হস্তপদাদি আছে যে পৃথিবীতে সৃজন পালন সংহার করিতেছে যাহার জন্য সূর্য্যকে হিরণ্যগর্ভের প্রতীক বলা হয়? তত্ত্ব জ্ঞানের এইরূপ আভাস।

চতুর্থ শরীর স্থূল প্রপঞ্চ দ্বারা মণ্ডিত, পঞ্চভৌতিক; যাহা আমাদের চর্ম্ম চক্ষুর গোচর হয়। ইহাই শেষ পরিণাম (end product)। এই চারি শরীরে একই অখণ্ড চৈতন্য বা পুরুষ; এই চারি শরীর বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর ও পরমাত্মা; অথবা জীব, জগত, ঈশ্বর, পরমাত্মা; অথবা বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ এবং তুরীয়; অথবা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও কারণাতীত, ঐশ্বর্য্যময় শরীর। আমাদের ও স্থূল শরীরে সূক্ষ্ম শরীর অনুপ্রবীষ্ট ও ব্যাপক এবং সূক্ষ্মের মধ্যে কারণ শরীর অনুপ্রবীষ্ট ও ব্যাপক। এবং কারণের মধ্যে চৈতন্য অনুপ্রবীষ্ট ও ব্যাপক। সেই রূপই সমষ্টিগত।

"তিলমধ্যে যথা তৈলম্, ক্ষীরমধ্যে যথা ঘৃতম্।
পুষ্পমধ্যে যথা গন্ধঃ ফল মধ্যে যথা রসঃ॥
কাষ্ঠাগ্নিবৎ প্রকাশে তু আকাশে বায়ু বচ্চরেৎ।
তথা সর্ব্বগতোদেহী দেহমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
মনঃ স্থো দেহিনাং দেবো মনোমধ্যে ব্যবস্থিতঃ॥

উত্তর গীতা ২৮।২৯

হে পার্থ যেরূপ তিলমধ্যে তৈল বিদ্যমান থাকে, দুগ্ধ মধ্যে ঘৃত, কুসুমের অভ্যন্তরে গন্ধ, ফলের মধ্যে রস সঞ্চারিত থাকে, সেইরূপ শরীর মধ্যে আত্মা বিরাজ করিতেছেন। যেরূপ কাষ্ঠের মধ্যে বহ্নি প্রকাশিত হয়, সেইরূপ আত্মরূপী ঈশ্বর মনোমধ্যে প্রকাশিত হইতেছেন। বায়ু যেমন সর্ব্বদা আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছে (দৃষ্টির অগোচর ভাবে) সেইরূপ ঈশ্বর হৃদয়াকাশে বিরাজমান আছেন। প্রকাশমান আছেন। মৃতদেহে ও চৈতন্য ব্যাপক ও অনুপ্রবিষ্ট ; তবে প্রাণাভাবে চৈতন্যের বিকাশ নাই। প্রকৃতির ক্রিয়া মৃতদেহে ও হইতেছে। অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বে পরিণত হইতেছে, এবং চৈতন্য বিহীন প্রকৃতির কোনও ক্রিয়া সম্ভবে না, প্রকৃতির অস্তিত্ব ও সম্ভবে না।

চারি শরীর, চারি আবরণ বলিয়াই অসূর্য্য বলা হইয়াছে। আবরণ বা তমঃ বা মায়া বা অসৎ বা অব্যক্তা বা অব্যাকৃতা বা শক্তি বা প্রকৃতি বা অবিদ্যা বা স্বভাব বা প্রধানা বা তুচ্ছা বা আদ্যা বা মূলা বা রাত্রি শাস্ত্রে একই পদার্থকে নির্দ্দেশ করে। তিনি কি তাহা আবরণ উন্মোচনেই জ্ঞাতব্য। দিব্য স্বর্গাদিতে যে সদাই আলোক তাহাও সেই ভর্গ পুরুষের আলোকের নিকট আঁধার তুল্য, যেমন শত শত দীপশক্তি বা তড়িতের আলোক সূর্য্য সান্নিধ্যে আলোক হীন। শ্রুতি বলেন, "নতত্র সূর্য্যো ভাতি" সেখানে সূর্য্য দিবায় জোনাকীরন্যায়।

এখন একটু বিরাট শরীরটিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখা যাক্। আমরা আমাদের সূর্য্যমণ্ডলের নিবাসী। সূর্য্য পৃথিবী হইতে ৯৩০০০০০০ মাইল দূরে। সেখান হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে ৪⅓ মিনিট সময় লাগে। ব্রহ্মাণ্ডে মাইল বা যোজনাদির মাপকাঠি একেবারে ব্যর্থ। সেই জন্য সময় মাপকাঠি ব্যবহার হয়। অর্থাৎ সূর্য্য পৃথিবী হইতে ৪⅓ মিনিট দূরে। লর্ড কেল্‌ভিন্ বলিয়াছিলেন যে ছোট বড় প্রায় ১০০, কোটির অধিক সূর্য্য (তারা) আমাদের ব্রহ্মাণ্ডে আছে। আমাদের সূর্য্য চতুর্থ শ্রেণীর তারা। আধুনিক গনণায় উহার ২০০ গুণ বেশী সূর্য্যের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি অন্যটি হইতে বহু দূর। Each of them is alone, remote, solitary, in its own stupendous bloc of space. আমাদের সূর্য্য হইতে অতি নিকটবর্ত্তী সূর্য্যটি (Alpha-centuari) 4⅓ বৎসর দূরে। তাহার পর (Sirius—Dog-Star) টি ৪¾ বৎসর দূরে। প্রায় বহু লক্ষ বৎসর দূর বা ততোধিক অবধি আবিস্কৃত হইয়াছে। এই একটি সূর্য্য হইতে অন্য সূর্য্যের মধ্যস্থ জায়গাটি অতি অন্ধকার অতি ঠাণ্ডা। সেখানে gas জমিয়া পাথর হইয়া যায়। এই অন্ধকারের জন্য তমো শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। এরূপ অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড আছে অর্থাৎ অসীম। এমন অসীম যে তুচ্ছ মনুষ্যবুদ্ধির একেবারে অগোচর অর্থাৎ বুদ্ধির মাপকাঠি দিয়া উহার মাপ করা সম্ভব নহে তাহা বোধগম্য হয়।

আবার যতগুলি জীবিত তেজোময় সূর্য্য আছে, প্রায় ততই মৃত সূর্য্য ও ব্রহ্মাণ্ডে ভূতের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা তেজহীন। জীবিত অন্য সূর্য্যাদির পরিবার অর্থাৎ তাহাদের গ্রহগণ পৃথিবী হইতে দেখা যায় না। এই অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডে

কী কী আছে বা কেবল আমাদেরই ব্রহ্মাণ্ডে কী কী দেশ লোকাদি আছে বুঝিবার উপায় নাই। বোধহয় যেন ঐ অন্ধকার মৃত সুর্য্যগুলিই নরক।

এই সবটি লইয়া বৈদিক ইন্দ্রের বিরাট শরীর। এমন বিরাট যে ভাবিতে গেলে মস্তিষ্কের বিকৃতি হইয়া যায়। এই অসীম তমের মধ্যে এক একটি সুর্য্য জোনাকী পোকার মত অস্তিত্ব রাখে, যেন হিরণ্যগর্ভ অন্তরালে না থাকিতে পারিয়া কোথাও কোথাও প্রস্ফুটিত হইয়াছেন। সেই জন্যই বোধহয় সুর্য্যকে হিরণ্য গর্ভের প্রতীক বলা হয়, কারণ ইনি নিজমণ্ডলে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করিতেছেন।

আমাদের সুর্য্যের গতি ১ সেকেণ্ডে ১৩ মাইল এবং প্রত্যেক সুর্য্যেরই কোন ও না কোনও দিকে গতি আছে। ইহারা কোথায় যাইতেছে, কেই বা উহাদের নিয়মবদ্ধ করিতেছেন? অসীম অন্ধকারই বা কাহার ইচ্ছার পূর্ত্তি করিতেছে? প্রত্যেকটি সুর্য্য কোথা হইতে বা এত বেগ ও স্ফুর্ত্তি পাইতেছে? কোন শক্তিই বা প্রত্যেক সুর্য্যের পৃথক পৃথক অস্তিত্ব এই মহাকাশে ও মহাশীতে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে (cohesion) এবং কোথা হইতে বা এত তাপ উৎপন্ন হইতেছে (probably by fission or fusion of unknown atoms or something of the kind) কোন্ শক্তিদ্বারা এই পঞ্চভূতের খেলা চলিতেছে? এই শক্তি কি চৈতন্যপূর্ণ না চৈতন্য রহিত? যেখানে চৈতন্যের বিকাশ নাই তাহাকে জড় বলে। সে না নাড়িলে নড়ে না। এ সবের রচয়িতা, নিয়ন্তা এবং প্রেরয়িতা কি জড়? আর আমরা সচেত। ইহার চেয়ে আর মূঢ়তা জগতে কি থাকতে পারে?

আমরা যে কি ক্ষুদ্র পদার্থ এবং আমাদের মধ্যে যে কত ক্ষুদ্র চৈতন্যের প্রকাশ তাহা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি দ্বারা বোধগম্য হয়। Man is himself a tiny insect on great Earth, which is but a pellet in the huge system of our sun, which in its own turn is less than a speck of dust travelling in the immeasurable void of space (Book of knowledge 2989) এবং আমাদের এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডটি যে অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কত ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে তাহা বুদ্ধির অতীত, এই বিরাটের মাপকাঠি, এবং প্রয়োজনীয়তার আবশ্যকতা বুঝিবার ক্ষমতা, মনুষ্য কি দেবতার কাছেও নাই (infinite) এই সমস্ত ব্যাপারটি আবার ব্রহ্মের এক অংশে চলিতেছে।

আমাদের স্থূল শরীরের মধ্যে মন ও প্রাণ যেরূপ ব্যাপক সেইরূপ এই বিরাট শরীরের মধ্যে হিরণ্যগর্ভ ব্যাপক হইয়া কার্য্য করিতেছেন এবং আমাদের মনের মধ্যে যে চৈতন্য সেই চৈতন্যই ব্যাপক রূপে হিরণ্যগর্ভ ব্যাপিয়া আছেন। তাঁহার ব্যাপক স্থিতি, তিনি আছেন বলিয়াই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব আছে। বস্তবিহীন প্রতিবিম্বের অস্তিত্ব সম্ভব হয় না। তিনি আধার, তিনি পূর্ণ, তিনি ঈশ্বর। বিজ্ঞান (modern Science) কেবল বিরাটের এক ক্ষুদ্র অংশ লইয়া নাড়া চাড়া করেন এবং তাহাতে তিনটি বিভাগ আছে (১) Uncertainities অনিশ্চিৎ (২) Probabilities সম্ভবপর (৩) realities সত্য; যে বিজ্ঞানের বা দর্শনের আলোচনার বিষয় কেবল জড় পদার্থ, তাহাকে জড় বিজ্ঞান ও জড় দর্শন বলা বিধেয়।

এখন আমাদের ক্ষুদ্রতাটি বোধগম্য। এই ক্ষুদ্র অহংটিকে কোথায় লইয়া যাইলে নিরাবিল ও অনন্ত সুখ ভোগ হয় এবং

অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগান্তে মুক্তি অর্থাৎ অহং রহিত হয় তাহাই জ্ঞাতব্য। এই স্থানটি বা লোকটি হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মলোক বা ব্রহ্মার শরীর। উচ্চস্তরের ঈশ্বর উপাসক অন্ততঃ হিরণ্যগর্ভে নিশ্চয়ই নিক্ষিপ্ত হইবেন কিম্বা ঈশ্বর কৃপা করিলে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইবেন। অতএব ঈশ্বর উপাসনাই মনুষ্যের একটি প্রধান কর্ত্তব্য।

ঈশ্বর উপাসনা বা ঈশ্বর চিন্তন করিতে করিতে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে স্বপ্রকাশ নিজেই চিত্তে প্রকাশ পান। সাত্তিক চিত্তে প্রকাশ প্রবল হয়, রাজসিক চিত্তে আংশিক হয় ও তামসিক চিত্তে প্রকাশ নাই অর্থাৎ সাত্তিক অন্তঃকরণ Transparent, রাজসিক trauslucent তামসিক opaque

হিরণ্যগর্ভের উপাসনার ফলে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি ও লভ্য হয়। তবে এই সিদ্ধির বন্ধনে পড়িলে মুক্তি বহুদূর হইয়া পড়ে। ক্ষুদ্র অহংটিকে একবার হিরণ্যগর্ভে মিশাইতে পারিলে আর ভয় থাকে না। ঈশ্বর কি, হিরণ্যগর্ভ কি, অনেকটা ঠারেঠোরে বুঝিয়া কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে।

ব্রহ্মাণ্ড অনাদি অনন্ত এবং স্বাভাবিক তবে কেহ কেহ অনন্ত শব্দটি স্বীকার করেন না, যে হেতু সমাধি অবস্থায় ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব থাকে না। যাঁহার সমাধি হয় তাঁহার পক্ষেই থাকে না, আমি মরিলে জগৎ মরে না মহা প্রলয়েও বীজ বা সূক্ষ্মভাব নষ্ট হয় না। অনিত্য জগৎ প্রবাহরূপে নিত্য চলিতেছে আর বোধহয় যেন অনন্তের সবটার প্রলয় সম্ভব নহে নচেৎ উহা অনন্ত বলা চলে না। সৎ অর্থাৎ অবিনাশী ও অসৎ অর্থাৎ বিনাশী এই সৎ আর অসৎ লইয়া নানা মতবাদী দণ্ডায়মান। বৈশেষিক ন্যায়, সাংখ্য পাতঞ্জল, মীমাংসা, বৌদ্ধ জৈন, (চার্ব্বাক, লোকায়ত) শৈব, পাশুপত, শাক্ত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত। কেহই

নিজকে শ্রুতি বিরোধী বলেন না। তবে কি বেদ সর্ব্ববাদী অর্থাৎ বেদে কি অধিকারী অনুযায়ী ক্রম আছে? খুব সম্ভব তাহাই কারণ বেদের এক খণ্ড অস্বীকৃত হইলে সমগ্র বেদ দোষযুক্ত হইয়া যায়। ইহার মধ্যে দ্বৈত ও অদ্বৈত বাদীর দ্বন্দ্ব প্রসিদ্ধ; যদি ও বেদের উভয় কাণ্ডই সত্য, "পর পর অবস্থায় উভয়েরই একান্ত প্রয়োজন আছে।" এইটিই যেন উত্তম মীমাংসা বলিয়া বোধ হয়, যে হেতু মহাপুরুষগণ ও এইরূপ মত প্রদান করেন।

আর একটি গণ্ডগোল শাস্ত্রে আছে। গীতা ও সাংখ্য প্রকৃতিকে কর্ত্রী বলেন। বেদান্ত কোথয় ও প্রকৃতিকে কোথাও পুরুষকে কর্ত্তা বলেন। পুরুষ বিহীন কার্য্য সম্ভবে না, প্রকৃতি বিহীন ও কার্য্য সম্ভবে না। ইহা সর্ব্ব সম্মত। বেদান্ত ও গীতা সকলেই বলেন পুরুষ অলিঙ্গ ও অরূপ, অতএব তিনি কর্ত্তা হোন বা গৌণ ভাবে কর্ত্তাই হোন্ বা প্রকৃতি গৌণ ভাবে কর্ত্রী হোন তাহাতে কিছু আসে যায় না যেহেতু দুই মিলিয়াই কার্য্য সম্ভব। চৈতন্য (পুরুষ) বিনা ও কার্য্য হয় না জড় (প্রকৃতি) বিনা ও কার্য্য হয় না। ঈশ্বর যখন প্রকৃতি বিহীন নহেন অর্থাৎ প্রকৃতিযুক্তই ঈশ্বর, তখন ঈশ্বরকে কর্ত্তা বলাই সুবিধা জনক।

সৃষ্টির বিষয়ে একটু বেদান্তের কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজনীয়। এই সৃষ্টি কেহ ধারণ করে কি করে না, ইহা কোথা হইতে আসিল তাহা পরম ব্যোমস্থিত পুরুষ জানিতে পারেন অথবা তিনি ও জানিতে না পারেন (অর্থাৎ যখন মায়া বা অজ্ঞান যুক্ত তখন না জানিতে পারেন) সেই কারণেই সৃষ্টিকে অনাদি বলাই যুক্তি সঙ্গত, এবং ইহা প্রবাহরূপে চলিতেছে। কেন এই দুঃখ-ময় জগত এবং নরকাদি আর কেনই বা সুখময় দেবলোকাদির সৃষ্টি তাহা মনুষ্য কি দেবতাদের ও বুদ্ধির অতীত ব্যাপার।

যেখানে ব্রহ্মা সৃষ্টি কর্ত্তা, বিষ্ণু পালন কর্ত্তা, মহাদেব সংহার কর্ত্তা একীভূত হন, সেইটিই কার্যব্রহ্ম, সেই ঈশ্বর। ঈশ্বর অব্যক্ত, জগত ব্যক্ত। জগত অনিত্য, ঈশ অবিনাশী। অচিৎ জগত দেহ, ঈশ্বর দেহী। একেশ্বরবাদী হওয়া আমাদের শাস্ত্রে উন্নত অবস্থা অর্থাৎ এক দেব যাজী হওয়া (মৌখিক নহে)। ইহা ক্রমমুক্তির পথ এবং সরল ও সুসাধ্য; যাঁহারা সদ্য মুক্তির পথিক তাঁহারা ত্রিগুণাতীত হইতে চান অর্থাৎ ত্রিগুণা প্রকৃতিকে আলাদা ফেলিয়া শুদ্ধ পুরুষ চৈতন্যে স্থিতি চান—ইহা অতি দুর্গম ও দুঃসাধ্য পথ। যাঁহারা সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষেই সম্ভব পর। আমাদের সংসারীর পক্ষে উহা 'পরধর্ম্ম' ও ভয়াবহ যেরূপ সন্ন্যাসীর পক্ষে গৃহস্থ ধর্ম্মের আচরণ ভয়াবহ ও অধোগতি। আমরা অগ্নি ও অগ্নির তাপকে আলাদা করিতে চাহি না যেহেতু দুই বস্তুই আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অগ্নির অস্তিত্ব না থাকিলে তাপ সম্ভবে না; অগ্নিকে তাপ দ্বারাই অনুসরণ করিতে হয়। এখানে অগ্নি শুদ্ধ পুরুষ ও তাপ প্রকৃতি কে বুঝায়। প্রকৃতি অর্থাৎ গুণ; এবং গুণ-যুক্ত পুরুষই সগুণ ব্রহ্ম। ইহার কাছে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সব কিছু দিবার আছে এবং আমরা স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া দুঃখের জীবন যাপন করিতেছি, আমাদের এই চারিটিরই অভাব আছে।

ত্রিগুণা মায়াকে পুরুষ শক্তিরূপে কল্পনা করতঃ তাহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করিতেছেন; গীতায় ব্রহ্মার দিন অব্যক্ত হইতে বিশ্বের ব্যক্ত হওয়া ও রাত্রি অর্থাৎ অব্যক্ততে পুণর্লয় হওয়া বলিয়াছেন। এক সহস্র চতুর্যুগীতে ব্রহ্মার এক দিন হয়। ঋক ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে অসৎ তমাবরণে আবৃত হওয়ায় সতের বন্ধন বলিয়া উল্লেখ আছে। নিজের কল্পিত বন্ধনে

নিজেই বাঁধা পড়িয়াছেন। কোটীসূর্য্য সমপ্রভ স্বয়ং জ্যোতি ব্রহ্মেও তমঃ বা আবরণ কল্পিত ছাড়া আর কি বলা যায়? তবে কল্পনাটি কাঁহার, এবং সে কল্পনা যে কত শক্তিশালী তাহা বিরাট শরীরের বৃত্তান্ত দ্বারাই বোধগম্য। তমাবরণে আবরণ শক্তি রূপ উপাদান, ও বিক্ষেপ শক্তির ক্রিয়া ফলে সৃষ্টি ঘটে; এবং বিদ্যা শক্তিদ্বারা জ্ঞানলাভ হয়, মুক্তি হয়।

ঈশ্বর অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য প্রাচূর্য্য বশতঃ যিনি মায়াকে-ও অধীন করেন "মায়া ধিষ্ঠিতঃ সন্ আত্মা ঈশ্বর ইত্যুচ্যতে" মায়ার শুদ্ধ সত্ত্বতে প্রতিবিম্বিত চিৎ, বিশুদ্ধ দর্পণ প্রতিবিম্বিত, সম্পুর্ণতঃ প্রাপ্ত, পূর্ণ শক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, নিরহংকার ঈশ্বর। কারণ রূপে মায়াতে উপহিত চৈতন্য ঈশ্বর, মায়ার কার্য্যরূপ বুদ্ধিতে, উপহিত চৈতন্য অল্পজ্ঞ জীব। কারণ ও কার্য্য রূপ উপাধি ত্যাগে পূর্ণ জ্ঞান স্বরূপ আত্মা অবশেষ থাকেন। ঈশ্বর মায়াধীশ, জীব মায়াধীন।

ঈক্ষনাদি প্রবেশান্তা সৃষ্টি রীশেন কল্পিতা।
জাগ্রদাদি বিমোক্ষান্তং সংসারো জীব কল্পিতঃ॥

"আমি বহু হইব" ইত্যাদি আলোচনা হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্মজীব সৃষ্টি, ও তাহাতে অনুপ্রবেশ পর্য্যন্ত সৃষ্টি ঈশ্বর কল্পিত আর জাগ্রত ইত্যাদি অবস্থা হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত যে সংসার তাহা জীব কল্পিত। এক ঈশ্বর এক জীব।

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। সংবাহুভ্যাংধমতি সংপত ত্রৈদ্য বা ভূমী জনয়ন দেব একঃ (ঋ) তাঁহার চক্ষু সর্ব্বব্যাপী, মুখ সর্ব্বব্যাপী, বাহু ও পাদ বিশ্বব্যাপী। তিনি একাকই সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ তিনি ব্যাপক ও সর্ব্বশক্তি মান তত্ত্ব।

মায়া ত্রিগুণাত্মিকা, সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই তিনটি গুণ যখন সাম্য অবস্থায় থাকে তখন তাহাকে প্রকৃতি, প্রধানা, বা অব্যক্ত সংজ্ঞা দেওয়া হয়। যেখানে বৈষম্য (ক্ষোভন) উপস্থিত হয় তখন জগত প্রপঞ্চ উদ্‌ভাসিত হয়। যাহা প্রকৃতির বিকৃতি (দুগ্ধ হইতে দধিবৎ) অর্থাৎ প্রধানের পরিণত্তি সমুৎপন্ন, তাহাতে এই তিনগুণ ক্রীড়াশীল হয়। আত্মা ত্রিগুণাতীত বা দেহী। সত্ত্বগুণের স্বভাব প্রকাশ, রজোগুণের চাঞ্চল্য, তমের মোহ ভাব। শরীরত্রয় অর্থাৎ সুক্ষ্ম, স্থুল ও কারণ, প্রকৃতিরই পরিণতি ; তাই শরীর তিন গুণের বশ। সত্ত্বগুণ, রজো ও তমঃ কে অভিভূত করিলে, জ্ঞান প্রকাশমান হন ; শুদ্ধ দর্পণেই প্রতিবিম্ব পড়ে ; তৎপর সত্ত্ব আপনা আপনিই নিবৃত্ত হয়, তখন ত্রিগুণাতীত অবস্থা। গুণের বশীভূত জীব, গুণাতীত শিব। যেমন মানুষকে ভূতে পাওয়া (দশভূত) ও ভূত ছাড়িয়া যাওয়া। সত্ত গুণ প্রবৃদ্ধ না হইলে একেশ্বর বাদ ফুটিয়া উঠে না। রজোগুণের প্রাবল্যে পৃথক পৃথক নানাত্ত্ব জ্ঞান চিত্তে উদিত হয়। রজোগুণেই সৃষ্টি। নিরীশ্বর তমোগুণী।

সৃষ্টির বিষয় শাস্ত্রে তিনটি প্রধান মত আছে। (১) আরম্ভ বাদ (২) পরিণাম বাদ (৩) বিবর্ত্তবাদ। নিত্য পরমাণু হইতে সৃষ্টি আরম্ভ হইতেছে—ইহা ন্যায় ও বৈশেষিক মত। নিত্য প্রধানা হইতে পরিণত দ্বারা সৃষ্টি কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে ইহা সাংখ্য মত। রজ্জুতে সর্পভ্রমবৎ ব্রহ্মে জগত ভ্রম হইতেছে ইহা বিবর্ত্তবাদ। সাংখ্য ভাবটি সরল ও সাধারণের বোধগম্য। সাংখ্যে ২৫টি তত্ত্ব গৃহীত হইয়াছে যথা—

(১) পুরুষ — কেবল চেতন স্বভাব

(২) প্রকৃতি (সাম্যভাব — প্রধানা) প্রকৃতির সুষুপ্তি অবস্থা।

(৩) মহান — মহদাখ্য মন — সত্ত্ব প্রধানা প্রকৃতির জাগরিত অবস্থা—চেতন সান্নিধ্যে স্বচেৎ — মহৎ তত্ত্ব, ক্ষোভিতা প্রকৃতি।
(অত্যন্ত শক্তিশালী ও জ্ঞানযুক্ত)
(হিরণ্যগর্ভ)

(৪) অহং তত্ত্ব

সাত্ত্বিক (৫) মন

(৬) চক্ষু, কর্ণ ৭, নাসিকা ৮, জিহ্বা ৯, ত্বক্ ১০

তন্মাত্র

রূপ ১১, রস ১২, গন্ধ ১৩, স্পর্শ ১৪, শব্দ ১৫

তেজ ১৬, জল ১৭, ক্ষিতি ১৮, বায়ু ১৯, ব্যোম ২০

বাক ২১, পাণি ২২, পাদ ২৩, পায়ু ২৪, উপস্থ ২৫
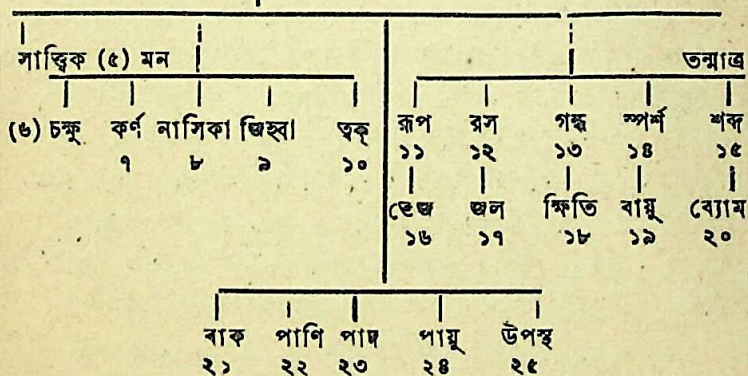
অহং তত্ত্ব হইতেই বিস্তারিত সৃষ্টি। সত্ত্ব অংশে মন রজ অংশে ইন্দ্রিয়াদি এবং তম অংশে পঞ্চ সূক্ষ্মভূত বা তন্মাত্রাদি এবং পঞ্চ স্থুলভূত। প্রকৃতির শরীরে পুরুষ সন্নিধানে স্পন্দন হওয়া প্রাণের কার্য্য। এই প্রাণ প্রকৃতিতেই সুপ্ত থাকে। এবং পরিণামের সংগে সংগে প্রাণের ও পরিনমন হইতে থাকে। "আত্মনঃ এষ প্রাণো জায়তে" = আত্মা হইতেই প্রাণ জন্ম গ্রহণ করেন। মহৎতত্ত্বকে হিরণ্যগর্ভ ও জীবন বলে। সাংখ্যে প্রধানা ও সৎ এবং পরিণতি কর্ম্ম ও সৎ (অর্থাৎ সৃষ্টি দৃঢ় সত্য = stern reality)

প্রকৃতিকে কারণ শরীর কারণ সলিল, হিরন্ময় আবরণ, আনন্দময় কোষও বলে। হিরণবর্ণ আবরণ খানি তেজোময় ও সপ্তরশ্মিময় বলিয়াছেন (ঈশ) যাহা বিজ্ঞানে সূর্য্যের বহিরাবরণ Photo sphere ও chromo sphere। সূর্য্য হিরণ্যগর্ভের প্রতীক বটে। ঋক্ ১০।১১০।৯ মন্ত্রে সূর্য্য হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি ঘটে, ৯।৮২।৪ মন্ত্রে পৃথিবী হইতে চন্দ্রোৎপত্তি। ইহাকে বিস্ফুলিঙ্গবৎ সৃষ্টি বলে। আমরা সূর্য্য মণ্ডলের স্থুল দেহে বাস করি। সূর্য্যের মধ্যে যে জ্যোতির জ্যোতি আছেন তিনি ব্যাপক এবং আমাদের মধ্যেও আছেন। ইন্দ্রই অভয় জ্যোতি ও জ্যোতির জ্যোতি অবিনশ্বর, বিশ্বব্যাপী। ইনিই হিরণ্যগর্ভ, কার্য্যব্রহ্ম ও ঈশ্বর। একদেববাদ ও একজীববাদ শ্রুতি, স্মৃতি সম্মত হইলেও (এবং উন্নত সাত্ত্বিক অবস্থা হইলেও) বহুদেব ও বহুজীববাদীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। কারণ রজ প্রধানতায় সৃষ্টী ও নানাত্ব। সতের জ্যোতি কোটি সুর্য্য সমপ্রভ ও কোটি চন্দ্রবৎ শীতল তৎ সমক্ষে এ সব সুর্য্য অসুর্য্য ছাড়া আর কি।

সেই এক দেবতা ঈশ্বর, উপাধিবশে বহু হন। বেদে সর্ব্বদেব স্তুতি ইন্দ্রেরই স্তুতি বলা হইয়াছে। দেবতা অর্থ দীপ্তিমান

তৈজস দেহধারী অমর অজর সদাই যৌবন অবস্থাযুক্ত বিশেষ জ্ঞান ও শক্তিযুক্ত মন্ত্রাত্মক শরীর (মন্ত্রদ্বারা শরীর পুষ্ট হয়) এবং ঈশ্বরের বিভু। প্রথমজ হিরণ্যগর্ভ্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইতে এই বিরাট বৈশ্বানরের উৎপত্তি, তাহার পরে আশা অথবা ভোগবাসনা ক্ষুৎ পিপাসাদির উৎপত্তি হয়। ইহা সব আংশিক সৃষ্টি। এরূপ সৃষ্টি প্রলয়াদি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনেক স্থলে হইয়া থাকে। জগত অনিত্য ও নশ্বর হইলেও একটি কণা মাত্রের ও নাশ নাই, অনিত্যতা আছে অর্থাৎ অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। স্থূল হইতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতে বীজ যথা—

ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী পৃথ্বী তোয়মধ্যে বিলীয়তে।
অগ্নিনা পচ্যতে তত্ত্বং বায়ুনা গ্রস্যতে হনলঃ॥
আকাশন্তু পিবেৎ বায়ুং মন আকাশমেব চ।
বুদ্ব্যহংকার চিত্তঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মনি॥

উত্তরগীতা ২।৩২।৩৩

হে ধনঞ্জয় ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী পৃথিবী জলে, জলবহ্নিতে এবং বহ্নি বায়ুতে বিলীন হইয়া থাকে। এই প্রকার বায়ু আকাশে আকাশ, মনে, মনবুদ্ধিতে লয় হইয়া থাকে। পরে সেই বুদ্ধি অহংকারে, অহংকার চিত্তে এবং চিত্ত ক্ষেত্রজ্ঞে বিলীন হইয়া থাকে। অবশেষে ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মায় বিলীন হয়।

জগতে যত আস্তিক ঈশ্বরবাদী ধর্ম্ম আছে, তাহাদের চূড়ান্ত সীমা ঈশ্বর অবধি। ঈশ্বরের চির দাসত্বই তাহাদের মন্তব্য। আমাদের ঈশ্বর উপাসকের দাসত্ব-ভাব প্রাথমিক ক্রম। আমাদের ঈশ্বর-তত্ত্ব প্রাপ্তি (স্বরূপ প্রাপ্তি) কেবল নহে বেদে ঈশ্বর অপেক্ষা দুই সুক্ষ্মতর অবস্থার বর্ণনা আছে যথা (১) তুরীয় (সমাধি) এবং (২) তুরীয়াতীত অর্থাৎ নির্গুণভাব। এই খানেই আমাদের চির-আদরণীয় শ্রুতির মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠতা।

বেদের মহিমা অপার। আমাদের সংসারীদের পক্ষে ঈশ্বর প্রাপ্তি চূড়ান্ত অবস্থা। একবার ঈশ্বর প্রাপ্তি হইলে তুরীয় ও নির্গুণ হাতের মাথায়। যাঁহারা নির্গুণের দিকে যাইতে চান তাঁহাদের পক্ষেও ঈশ্বর উপাসনা সরল পথ।

ঈশ্বর উপাসনার জন্যজাতিভেদ নাই। মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার আছে। আমাদের সকলেরই ইহা পৈতৃক সম্পত্তি, যিনি যতটা সংগ্রহ করিতে পারেন ততটা তাঁর, কেহ কাড়িতে পারে না এবং একতিলও নষ্ট হইবার পদার্থ নহে। তিনি পরমপিতা জগৎগুরু দীনবন্ধু দয়াময়। তিনিই মাতা তিনিই ইষ্টদেব। ভগবানকে লাভার্থে যে ব্যাকুলতা তাহার সহিত একতানতাই পরম ভক্তি।

জাতিমাশ্রমমঙ্গানি দেশং কালমথাপিবা।
আসনাদীনি কর্ম্মণিধ্যানংনাপেক্ষতে ক্বচিৎ॥

ধ্যান বিষয়ে ব্রাহ্মণাদি জাতি, ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রম, ন্যাসবিধি, দেশকাল আসনাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান প্রভৃতি কিছুরই অপেক্ষা করে না।

অহং উপহিত চৈতন্য হিরণ্যগর্ভ, চিত্ত বা বুদ্ধি উপহিত চৈতন্য ঈশ্বর। যাঁহাকে ইচ্ছা ধ্যান করা, মুক্তির মূল। মুক্তি অর্থাৎ অসীম আনন্দ, চির-আনন্দ ও চির-শান্তি।

তিন

বেদ অর্থ জ্ঞান ভাণ্ডার এবং গৌণ অর্থ শব্দরাশি, ইহা হিরণ্যগর্ভ হইতে বিনির্গত এবং বিশেষ উন্নত ঋষিগণ দ্বারা গৃহীত। বেদ অনাদি অনন্ত যেহেতু প্রত্যেক কল্পারম্ভে ভগবান প্রজাপতি রূপে (হিরণ্যগর্ভরূপে) বেদের প্রচার করিয়া থাকেন। ব্যাসদেব বেদ চতুর্ধা বিভক্ত করিয়াছেন। প্রতি বেদের আবার দুইটি করিয়া বিভাগ আছে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগ মন্ত্র সমষ্টি; ও ব্রাহ্মণভাগে বিধিনিষেধ, যাগ যজ্ঞ, উপাসনা ও ব্রহ্মবিদ্যা নিবদ্ধ হইয়াছে। মন্ত্রাদি দ্বারা অধ্যাত্ম ও অধিদৈবাদি বিষয় চিন্তন হয়। উপনিষৎ বা বেদান্তকে বেদের সারাংশ বলা হয়। উপনিষৎ লইয়া প্রধানতঃ চারিটি মতবাদ হইয়ছেন যথা অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, ও দ্বৈত। উপনিষদে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের দুইয়েরই কথা আছে এবং জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম ও যোগের উপদেশ আছে; সেগুলি আবার গীতায় একত্রিত করা হইয়াছে। গীতা অতি পবিত্র ও আদরণীয় গ্রন্থ। গীতার সার গায়ত্রী। গায়ত্রী মন্ত্র চারিবেদেই আছে। গায়ত্রীর সার "ওঁ"। এই ওঁ কে বুঝিবার কয়টি লোকের ক্ষমতা আছে! সেই জন্য তোতা-পাখীর মত "ওঁ" উচ্চারণ নিষেধ। উচ্চারণের সংগে সংগে মন ঈশ্বর ভাবাপন্ন না হইলে "ওঁ" উচ্চারণের মর্য্যাদা থাকে না। ঈশ্বরের জ্ঞানই জ্ঞান বাকী সব অজ্ঞান। 'ওঁ' ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মের প্রতীক। গায়ত্রী ও তাই। 'ওঁ' নীচে হইতে উপর অবধি=তম (নীচের কুণ্ডলী), রজঃ (মধ্য পুঁটুলী), সত্ত্ব (উপরের কুণ্ডলী), অব্যক্ত সগুণ (বক্ররেখা), ও বিন্দু নির্গুণকে নির্দ্দেশ করে। এইরূপ ওঁকার দণ্ডায়মান। ওঁ শব্দেই সৃষ্টি।

পুরাণাদির রচনা ব্যাসদেব বৈদিক জ্ঞানের আধারে নিম্ন-শ্রেণীর সাধকগণের জন্য করিয়াছেন। শ্রুতি বলেন (জীব এব কেবলঃ পশু) যেমন মনুষ্য মধ্যে পশুপালক পশুকে পরিচালিত করেন তেমনি মনুষ্য দেবগণ দ্বারা পরিচালিত হন। গবাদি পশুগণ যেমন পালকের উপকারী তেমনি বহু পশু স্থানীয়, অজ্ঞগণ ও দেবতার প্রিয়কারী। বহু পশু দূরের কথা এক পশু ও হস্তচ্যুত হইলে যেমন পালকের দুঃখ হয়, তেমনি দেবগণ দেবপরায়ণ মনুষ্যগণকে হস্তচ্যুত করিতে অনিচ্ছুক। তবে যিনি আমিই ব্রহ্ম এরূপ অবগত হন তিনি সর্ব্বাত্মক হন। দেবগণ তাহার আভূতি (ঐশ্বর্য্য) নাশ করেন না কারণ তিনি দেবতা-দিগের ও আত্মস্বরূপ। দেবদেবী ঐশ্বরীক বিশিষ্ট শক্তি (Symbols of laws of nature. Abide by the laws and the laws will protect you. The law and the Maker of the law are one.) যেখানে নিয়ম সেখানেই নিয়ন্তা আছেন।

ভাগবতে ভগবানের দেবদেহ ১২শ স্কন্ধে ১১শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে; তাহা ত্রিভুবন ব্যাপী। দ্যৌ (স্বর্গাদি) মস্তক, সূর্য্য চন্দ্র চক্ষু, অন্তরীক্ষ (গন্ধর্ব পিতৃলোকাদি) বপু পৃথিবী পাদ। এই দেহ নবতত্ত্বে গঠিত (সাংখ্য মতে ২৪ তত্ত্বে) স্বয়ং জ্যোতিষাং জ্যোতি পুরুষের বরেণ্য ভর্গকে কৌস্তুভ মণি গলে কল্পনা করা হইয়াছে। ব্যাপিণী প্রভা শ্রীবৎস লাঞ্ছন। বনমালা নানা গুণময়ী মায়া (শিবের গলে সর্পরূপিণী মায়া)। কর্ণস্থিত কুণ্ডলদ্বয় সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্র। অভয় পদ মস্তকের চূড়া। অব্যাকৃত্যা প্রকৃতি অনন্ত নাগ। অপ্‌ তত্ত্ব শঙ্খ তেজতত্ত্ব সুদর্শন প্রাণাক্ষ্য বলযুক্ত ওজঃ মুখ্যতত্ত্ব গদা। ধর্ম্ম জ্ঞানযুক্ত সত্ত্বগুণ হস্তস্থিত পদ্ম; পীত বসন শ্রুতি। ইহা অব্যক্তের ব্যক্তময়।

অবস্থার কল্পনা। এরূপ সাধকের হিতার্থে অনেক প্রকার বর্ণনা আছে। এবং প্রত্যেকটি গন্তব্যস্থানে যাইবার এক একটি বিধি।

ভগ অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্য (ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য ও জ্ঞান)। যিনি এতদ্‌যুক্ত বা এতদ্‌যুক্তা তিনিই ভগবান বা ভগবতী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ তিনটি প্রধান নিয়ম, নিয়ন্তা একই। ঋক ১০।১২৫ দেবীসূক্তে বলেন আমি একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য, ত্রয়োদশ বিশ্বদেবগণ দ্বারা বিচরণ শীল অর্থাৎ আমার শক্তিতেই ইহারা বিচরণ করিতে সমর্থ হন।

Self supporting principle beneath (শিব) and energy aloft (কালী) নগ্না কালী সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ কারিণী কর্ম্মের মূর্ত্তি দেবী কার্য্য ব্রহ্মের প্রতীক। আবার উনি প্রকৃতির সাম্যভাব, অর্থাৎ অনুকুল ও প্রতিকুল দুই ভাব যুক্তা। দক্ষিণ ভাব অর্থাৎ অনুকুল ভাবকে আহ্বান করিলে তিনি অনুকুল হন সেই জন্য দক্ষিণা কালীর অর্চ্চনা বিধি। বরাভয় লাভের জন্য।

তারা ত্রিতাপ হইতে তারণ কারিণী, ষোড়ষী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, দেবগণ যে সৌন্দর্য্যের ধ্যান করেন তাহার বিবরণের বা তুলনার ভাষা নাই। ভুবনেশরী সৃষ্টি, স্থিতি নাশ কারিণী। ভৈরবী মালা ও পুস্তক যুক্তা, বিদ্যা, জ্ঞান, দায়িনী। ছিন্নমস্তা আত্মা নন্দে নন্দিতা, ত্যাগের মূর্ত্তি। ধূমাবতী পরাধীন সমাজ চিত্র, ক্ষুধায় শিবকেই গ্রাস করিয়াছেন বলিয়া বিধবা, অভাবের তাড়নে আত্মহত্যা অর্থাৎ ঐশ্বরীক ভাবকে জলাঞ্জলী দেওয়া। বগলা অসুরের জিহ্বা ধারণে গদা পীড়ন রতা। অর্থাৎ দৈবী সম্পদ দায়িনী আশুরী সম্পদ বিনাশিনী; দুষ্টের নিগ্রহের প্রতীক।

সমাজ রক্ষার্থে। মাতঙ্গী সিংহাসনস্থা রাজদণ্ড, অসি, বরাভয় হস্তা, সৎপথে লইয়া যাইবার জন্য। কমলা ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য প্রদর্শনের চিত্র যেখান হইতে অজস্র অমৃতধারা বর্ষিত হয়, অমৃতময়, সোনার বরণ রাণী, সোনা মা, ত্রিলোকে যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের প্রতীক। ইনি ব্রহ্মলোকে (হিরণ্যগর্ভে) ও ব্রহ্মলক্ষ্মী, বিষ্ণু বল্লভা। প্রত্যেক মহাবিদ্যাই মুক্তিদাত্রী (দেবী গীতা)।

ইহারা আবার গ্রহগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, শনির কু-দৃষ্টি মা কালী ব্যর্থ করেন, রবির দেবতা মাতঙ্গী, চন্দ্রের ভুবনেশ্বরী, মঙ্গলের বগলা, বুধের ত্রিপুরা বৃহস্পতির তারা, শুক্রের কমলা, রাহুর ছিন্নমস্তা এবং কেতুর ধূমাবতী। গ্রহ বিরুদ্ধ হইলে ঈশ্বরকে অর্থাৎ ঐশ্বরীক শক্তিকে গ্রহ বিশেষে দেবতারূপে আহ্বান করা হয়।

কোন শাক্ত শাস্ত্রে বিষ্ণুর মৎসাদি দশ অবতারকে দশ মহা-বিদ্যা বলা হয়। মীন তারা, কূর্ম্ম বগলা, বরাহ ধূমাবতী, নৃসিংহ ছিন্নমস্তা, বামন ভূবনেশ্বরী, রাম মাতঙ্গী, জামদগ্ন ত্রিপুরা সুন্দরী, বলভদ্র ভৈরবী, বুদ্ধ মহালক্ষ্মী, কৃষ্ণ কালী, কল্কি তেজোময়ী দুর্গা।

দেবতাদের ভাবনা করিলে তাঁহারা আমাদের মঙ্গল চিন্তায় রত হন (আকর্ষণ)। কোন কোন স্থলে দেবতার ভাবনা করিলেও অমঙ্গলের নিবৃত্তি হয় না। তাহা কর্ম্মফল বা দৈব অতিপ্রবল বলিয়াই ঘটিয়া থাকে। যে কর্ম্মের ফল এই জন্মে ভোগার্থ নিয়োজিত হইয়াছে তাহা প্রারব্ধ (mission of life) যাহা বাকী মজুত আছে তাহা সঞ্চিত, এবং যাহা বর্ত্তমানে করা হয় তাহা ক্রিয়মান। পুরুষ নিজ প্রারব্ধ দ্বারা যে কর্ম্ম করেন তাহা পুরুষকার। ক্রিয়মান সঞ্চিতে ও যোগ হয়। এবং

পরজন্মে প্রারব্ধ হয়। পুরুষকার প্রবল হইলে প্রারব্ধকে ক্ষীণ করিতে পারে। সেই জন্য শাস্ত্রে শান্তি স্বস্ত্যয়ন ও উপাসনার দ্বারা ক্ষীন করিবার ব্যবস্থা আছে। দেবতাদের ভক্তি পূর্ব্বক ভাবনা করিলে দেবতা প্রসন্ন হইয়া প্রার্থিত দ্রব্য প্রদান করেন। কোন কন্যাকে জায়াত্বে বরণ করিলে সে নারী যেমন স্ব স্বরূপ (আবরণ হীনা) পতিকে দেখায় তেমনি যে ঈশ্বরকে বরণ করে সে তাঁর আবরণ হীন স্বরূপ দর্শনে সমর্থ হয়। আসক্তি ও অকর্ষণের মহিমা।

ঈশ যে ব্রহ্ম তিনি জ্যোতির্ম্ময় তাহা শ্রুতি কোথাও "বরেণ্যংভর্গঃ" কোথাও "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি," কোথাও "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" কোথাও "স্বয়ং জ্যোতি" বলেন। ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন হওয়া অতি শ্রেষ্ঠ উপাসনা (meditation) আমাদের এই পথটি লইয়া জগতে কত ধর্ম্ম ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে আর আমাদের পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণা করিতেছে। কিন্তু আমরা এই পথটি বিস্মৃত হইয়া বা অগ্রাহ্য করিয়া পথহারা হইয়া পড়িয়াছি, কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় পতিত হইয়াছি, কোনও নির্দ্দিষ্ট পথ খুজিয়া পাই না, কখনও পৌত্তলিক, কখনও চার্ব্বাকী কখনও বৈষ্ণব, কখনও শাক্ত বহুরূপ ধারণ করি, আর কোনোটাই পারিয়া উঠি না। ধর্ম্ম বিভ্রাট অবস্থায় পতিত। নানা প্রস্থান, নানা দর্শন, নানা শাস্ত্র. নানা পুরাণ, নানা অবস্থার জন্য নানা উপদেশ, এই সকল শব্দ জালে মহা অরণ্যের সৃষ্টি হইয়াছে—পথ পাওয়া দুর্ঘট। কোন্‌টি ঠিক পথ ঠিক করিয়া উঠিতে পারিনা। সংসারীর এক ধর্ম্ম, "ঈশ্বর উপাসনা", যে নামে বা যে রূপেই হউক ; কিংবা অরূপেই হউক (তজ্জন্য তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ হইতে ঈশ্বর তত্ত্ব জানা প্রয়োজনীয়)।

মহর্ষী যাজ্ঞবল্ক্য কতজন দেবতা আছেন তাহার উত্তরে প্রথমে ৩৩০৬ দেবতা বলেন, তৎপর ৩৩ বলেন, পশ্চাৎ ৬ বলেন, তৎপরে আবার জিজ্ঞাসা করিলে তিন দেবতা বলেন, পরে দুই এবং অর্দ্ধ এবং শেষে একই দেবতা বলিয়াছেন। সবই ঠিক, এক ঈশ্বরেরই সব বিভূ। শিব কিছু অবিষ্ণু নহেন, বিষ্ণু কিছু অশিব নহেন, একেরই সহস্র নাম ও সহস্র রূপ। গন্তব্যস্থান এক। একেশ্বর বাদই সংসারীর উত্তম পথ। অর্ব্বাচীন পাশ্চাত্য শাস্ত্রে যে একেশ্বর ব্যতীত অন্য দেবতা পূজন নিষেধ দেখা যায় তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত বৃহদারণ্যক উপনিষদ বাক্য হইতে কিছু অধিক নহে। পাশ্চাত্য ধর্ম্মাদি দ্বৈতবাদী। ঈশ্বর উপাসনা করাই মানবজীবনের কৃতকৃত্যতা—ইহা সর্ব্বত্র স্বীকার্য্য। বেদান্ত ইহার আরও উচ্চে যান, অর্থাৎ স্বরূপ লাভ (শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত) বেদান্তের সার কথা জীবাত্মা ও পরমাত্মার একতা। We dwell in Him and He in us, because He hath given us of His spirit. For it is not ye that speaketh but the spirit of your Father which speaketh in you. Draw nigh to God and He will draw nigh to you (S. John) ইহা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য না হইলে ও তাহার আভাষ দেয় মাত্র। অরূপ দুর্জ্ঞেয় বলিয়া, অব্যক্ত পুরুষের রূপ কল্পনা করা হয় তাহাতে শ্রদ্ধা আকর্ষণ হইলে চিত্ত শুদ্ধি হইতে থাকে এবং তত্ত্বজ্ঞানের দিকে অগ্রসর করায়। এই জন্য মহর্ষি বেদব্যাস বেদান্তেও নামরূপ-কর্ম্মাত্মক বাক্যাদি সংযোজিত করিয়াছেন। বিনা শ্রদ্ধাভক্তি আশ্রয়ে কর্ম্ম বা জ্ঞান হইতে পারে না। যাঁহার শ্রদ্ধা নাই তাহাকে শাস্ত্র বলা নিষেধ।

"If any man loves the world the love of the Father is not in him" (S. John)

"সংসারে আসক্তচিত্ত এবং ধনাদি মোহে সমাছন্ন অবিবেকীর নিকট পরলোক সম্বন্ধীয় সাধন প্রতিভাত হয় না। পরলোক নাই মনে করিয়া মনুষ্য পুনঃ পুনঃ আমার (যমরাজের = মৃত্যুর) অধীনতা প্রাপ্ত হয়।" (কঠ ১।২।৬)। যাঁহার বুদ্ধি নিরতিশয় সত্য প্রধান তিনি জ্ঞান পথের পথিক হন। আর যাঁহার সত্ত্ব-রজ মিশ্র তিনি কর্ম্মযোগ ও উপাসনা অবলম্বন করেন, বাকী সব কাম্য কর্ম্মী। গীতায় প্রবৃত্তি মার্গাবলম্বীর জন্য নিষ্কাম যোগ ও নিবৃত্তি মার্গীর জন্য জ্ঞান যোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কাম ক্রোধ লোভ রজোগুণের কার্য্য। গুণের সমতা প্রকৃতির রাজ্যে দুষ্কর। সত্ত্বগুণী একেশ্বর বাদী (কেবল মৌখিক নহে), রজগুণী নানাত্ব দর্শী এবং তমোগুণী নিরীশ্বরবাদী অর্থাৎ "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ, যাবজ্জীবং সুখং জীবেৎ" অবস্থায় পতিত হয় পরিণাম দুঃখং জীবেৎ হইয়া পড়ে। All that is in the world the lust of flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of Father but is of the world. (S. John)

তেজরশ্মির প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগ, মন তাহা হইতে বহুগুণ বেগবান। সেই মন যত দ্রুত যেখানে যায় না কেন তথায় গিয়া সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত পরমপুরুষ তথায় আছেন অনুভব করে কারণ তিনি পূর্ণ।

যথা কুম্ভো নায় মানো দেশাদ্দেশান্তরং প্রতি।
খ পূর্ণ এব সর্ব্বত্র স আকাশোপি তত্রতু॥
ঘটাকাশাখ্যতাং যতি তদ্বল্লিধং পরাত্মনঃ (শিবগীতা ১১।১০)

আকাশবৎ পূর্ণ পদার্থের গমনাগমন বা গতাগতি কখনই সম্ভবে না। যেমন আকাশ পরিব্যাপ্ত ঘট, যেখানেই যায়

সর্ব্বত্রই আকাশের সম্বন্ধ থাকে, তেমনি লিঙ্গ শরীর (অন্তঃকরণ যাহা মৃত্যুর পরও থাকে অর্থাৎ যাহার মৃত্যু নাই বা যাহার মৃত্যুই মুক্তি—অথবা সূক্ষ্ম শরীর অর্থাৎ প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষাদির সমূহটি) যেখানেই (যে লোকেই) যাউক না কেন ব্যাপক পরমাত্মার সর্ব্বত্রই বিদ্যমানতা বশতঃ লিঙ্গদেহ সর্ব্বত্র জীবপূর্ণ থাকে। মহাকাশ ও ঘটাকাশে আকাশ একই, ইহাই জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য। "যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ।" মন যেখানেই যাক্ সেখানেই সমাধির অস্তিত্ব আছে, জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে।

খ মধ্যে কুরু চাত্মানং আত্মমধ্যে চ খং কুরু।
আত্মানং খেলয়ং কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ গীতাসার ৫২॥

আকাশ (চিদাকাশ) মধ্যে আত্মাকে এবং আত্মার মধ্যে আকাশকে স্থির করিবার জন্য প্রস্তুত হও, এরূপে আত্মাকে স্বকীয় পদে স্থিতি করাইলে চিন্তার বিষয় কিছুই থাকিবে না। অনুপম ব্রহ্মের এক আকাশই উত্তম উপমা কারণ আকাশ তাঁহার ন্যায় অশরীরী ব্যাপক, সর্ব্ব ধারক ও সূক্ষ্ম। হৃদয় আকাশ বা হৃদ পদ্মই তাঁহার উপলব্ধি স্থান—তাঁহাকে বুদ্ধিস্থ করিতে হইলে তাঁহার নিকটতম উপমারূপে আকাশই গৃহীত হইতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞ যথা কামাচারী (ছান্দোগ্য ৮।২)। ত্রিভুবনে তাঁহার দুষ্প্রাপ্য কিছু নাই। সংকল্প সিদ্ধ।

পরস্পরাধ্যাসবশাৎ স্যাদন্তঃকরণাত্মনোঃ।
একীভাবাভিমানেন পরাত্মা দুঃখভাগিব ॥
আনখাগ্রং ব্যাপ্য দেহং তদ্ব্রুবেইবহিতঃ শৃণু
সো হয়ং তদভিমানেন মাংসপিণ্ডোবিরাজতে ॥ শিবগীতা ১০।২০।২৩

আত্মার ধর্ম্ম অন্তঃকরণে এবং অন্তঃকরণের ধর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত হওয়ায় উভয়ে যেন একীভাবাপন্ন হইয়া যায়, তাই আত্মা নির্দ্দুঃখ হইয়াও অন্তঃকরণ গত দুঃখেরই যেন ভোগ করিতে থাকেন। পূর্ব্বোক্ত জীব এই স্থূল দেহের শিরঃ প্রভৃতির নখাগ্র পর্য্যন্ত সমস্ত দেহটি সমাব্যাপ্ত করিয়া হৃদয় দেশে অবস্থিতি করেন; সুতরাং এই দেহ মাংস পিণ্ডরূপ জড় পদার্থ হইয়াও আত্মার সহিত ঐক্যাত্মভাব বসতঃ "আমি মনুষ্য, আমি ব্রাহ্মণ" ইত্যাদি প্রকার অভিমান করিয়া থাকে।

বিরাট শরীরটি প্রত্যক্ষ। হিরণ্যগর্ভ অনুমেয় ও কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ। ঈশ্বর প্রত্যক্ষ নহেন কিঞ্চিৎ অনুমেয় মাত্র। ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য নেত্র চাই, দর্শন কার্য্য পাঁচ প্রকারে নিষ্পন্ন হয়। চর্ম্মচক্ষে, মানস নেত্রে, বিচার নেত্রে, দিব্যনেত্রে, ও জ্ঞাননেত্রে There are many many things in Heaven and Earth Horatio which are not dreamt of in your philosophy. আত্মা সর্ব্বব্যাপী। এই জ্ঞান যাঁহাদের নাই (কিম্বা বুঝিবারও ইচ্ছা নাই) তাহাদিগকে উপনিষদে আত্মহত্যাকারী বলা হইয়াছে এবং অপর স্থানে পশুর পশু বলা হইয়াছে।

ধর্ম্মের তেরটি পত্নি যথা, শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি,, মেধা, মূর্ত্তী, তিতিক্ষা ও হ্রী; অর্থাৎ এই সকলের সাহায্যে কর্ম্মক্ষেত্রে চলিলে ধর্ম্মার্জ্জন হয়। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ (বা সংযম) দান, দয়া, যম, শান্তি সকলের কর্ম্ম (যাজ্ঞবল্ক্য)।

শরীর স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ; কোষাদি, অন্নময় (স্থূল শরীর); প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় (সূক্ষ্ম শরীর);

আনন্দময় (কারণ শরীর)। ভাগবতে ২৮টি তত্ত্বের উল্লেখ আছে, অর্থাৎ সাংখ্যের ২৫টি এবং ত্রিগুণ যোগ করিলে ২৮ হয়; আবার নবতত্ত্ব অর্থাৎ মায়া, পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি, অহংকার। এইরূপ বিভাগাদি শাস্ত্রে পাওয়া যায়। বিস্তারিত বিবরণ এই বই-এ সম্ভব নহে এবং লেখকের উদ্দেশ্য ও নহে। বলা বাহুল্য শাস্ত্রে বিচার ধারা অনেক প্রকার আছে। নিজেকে বুঝিতে পারিলে ঈশ্বরকে বোঝা হয়, ঈশ্বরকে বুঝিলে আর কিছু বুঝিবার থাকিয়া যায় না। ঈশ্বর জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। শাস্ত্রাদি কেবল নানা প্রকার পন্থা বলিয়া দেন, বিচার বুদ্ধিদ্বারা নিজে নিজেই বুঝিয়া লইতে হয়। Man is a thinking, reasoning animal. With other forms of life it is the mind of nature playing through them, and they do not think they are told ; it is the broad working of nature we see in action, acting differently in different species.

মনুষ্যের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বিবেক অর্থাৎ নিজের অবিবেকী মনকে বিবেকযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা বোঝা ও দমন করা। পশুদের instincts এবং impulses আছে, বিবেক নাই ; এখানেই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা এবং সাধন ও আত্মোন্নতির উপযোগিতা। এই যোগ্যতাটুকুকে অবহেলা করা উচিত নহে।

শ্রুতি কর্ম্মীর শ্রেণী ভাগ করিয়াছেন যথা অবিদ্যা, বিদ্যা, সম্ভূতি ও অসম্ভূতি। যেমন গীতায় ভূতযাজী, পিতৃযাজী, দেবযাজী ও আত্মযাজী উল্লেখ করা হইয়াছে। ভূত ও পিতৃযাজী-গণ অবিদ্যার উপাসক। বিদ্যা বহুদেব যাজী ; সম্ভূতি উপাসক

এক দেবযাজী এবং অসম্ভূতি উপাসক ও দেবযাজীর অন্তর্গত। সম্ভূতি ব্যক্ত, অসম্ভূতি অব্যক্ত। আত্মযাজী ঈশাচিন্তক— সম্ভূতি বা হিরণ্যগর্ভ উপাসক অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন কিম্বা হিরণ্যগর্ভ প্রাপ্তি বা ক্রমমুক্তি লাভ করেন। অণিমা=দেহের সূক্ষ্মতা লাভ, লঘিমা=শরীর লঘু তূলার মত করিবার শক্তি, প্রাপ্তি=যাহা ইচ্ছা তাহা পাইবার শক্তি, প্রাকাম্য=ইচ্ছানুসার চলিবার শক্তি জলে বা অনলে, মহিমা= চতুর্দ্দশ ভুবন নিজদেহে প্রাপ্তি, ঈশত্ব=যাহাতে সর্ব্বভূত আজ্ঞাকারী হয়, বাশিত্ব=সর্ব্বভূতকে বশ করা এবং কামাবসায়িত=সত্য সংকল্পতা। এই অষ্টসিদ্ধি হইলে মনুষ্য এত গর্ব্বিত হইয়া পড়ে যে নির্দ্দিষ্ট পথ হারাইয়া ফেলে এবং শক্তির অসৎ ব্যবহার করার জন্য পতন গ্রস্ত হয়। হিরণ্যগর্ভ প্রাপ্তিতে পতন নাই।

চারিটি বেদে চারিটি মহাবাক্য আছে। (১) প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম (ঋগ্বেদ) অর্থাৎ শুদ্ধ অন্তঃকরণে চতুর্থ বা তুরীয় অবস্থায় অবাঙমানসগোচর স্বয়ংপ্রভ জ্ঞানের যে প্রকাশ হয় তাহাই ব্রহ্ম পদবাচ্য (২) তত্ত্বমসি (সামবেদ) অর্থাৎ সেই ঈশ্বর যিনি সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া কথিত হন তিনি ও তুমি অভেদ। ইহা গুরু শিষ্যকে বলিতেছেন। (৩) অহং ব্রহ্মাস্মি (যজুর্ব্বেদ) অর্থাৎ আমি যে দেহী অর্থাৎ দেহাদি বিলক্ষণ চিদাত্মা, এবং ব্রহ্ম যে পরমাত্মা তাহা একই (৪) অয়মাত্মা ব্রহ্ম (অথর্ব্ববেদ) অর্থাৎ দেহ ঘটে এই যে ঘটাকাশবৎ আত্মা সে মহাকাশবৎ যে ব্রহ্ম তাহাই বটে।

একটি উৎকৃষ্ট বাক্য সামবেদীয় কেনোপনিষদের এই
"প্রতিবোধ বিদিতং মতমমৃতত্বং হিবিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যয়াবিন্দতেহ মৃতম্" ॥২।৪॥

উত্তম মন্ত্রাদির বেদান্তে প্রাচুর্য্য আছে। এক একটির ব্যখানের জন্য এক একটি বই মহাপুরুষেরা লিখিতে পারেন। উক্ত বাক্যের সরল অনুবাদ এই—প্রতিবুদ্ধি প্রত্যয়ের প্রত্য-গাত্মারূপে ব্রহ্মবিদিত হন অর্থাৎ যত প্রকারই বোধ উদিত হয় মনে বা ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা তাহার মূলে ব্যাপক সত্তা (চৈতন্য) আছেন, সেই সত্তার জন্যই সমস্ত বস্তু প্রকাশ পায় ও প্রতি-বোধটির অনুভূতি হয়। ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ সেই সত্তার জন্যই, এই সত্তার জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। তিনি সকল বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী। সকল বোধ তাঁহার অস্তিত্বের জন্য, চৈতন্য বিহীন কোনও বোধই সম্ভবে না, সকল বোধের আধার সকল জ্ঞানের আশ্রয়, কূটস্থ চৈতন্য।

সচ্চিদানন্দ অথাৎ সৎ+চিৎ+আনন্দ অথবা অস্তি+ভাতি +প্রিয়। সৎ অর্থাৎ চির অবিকারী অস্তিত্ব ত্রিকালে সম-ভাবাপন্ন বা অবাধিত। চিৎ অখণ্ড প্রকাশ স্বরূপ অজড় চৈতন্য বা জ্ঞান-স্বরূপ। দুঃখের লেশ হীন, অপার সুখ বা ভূমাই আনন্দ। এই বাক্যটি মহান্ এবং সংকীর্ণতা হীন, বৃহত্তম অপারকে নির্দ্দেশ করে।

শুত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভই কার্য্যব্রহ্ম, তিনি একাধারে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ কর্ত্তা। কর্ম্ম করান, এবং কর্ম্ম ফল দাতা। প্রকৃতি, পুরুষের সান্নিধ্যে হিরণ্যগর্ভ অবস্থা ধারণ করিয়াছেন, কিম্বা পুরুষ প্রকৃতির গর্ভে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া হিরণ্যগর্ভ কার্য্য কর্ত্তা হইয়া আছেন। হিরণ্যগর্ভ হইতেই অহং তত্ত্বের উৎপত্তি। অহংই কর্ত্তা ভোক্তা। পুরুষ ব্যাপক বলিয়া সান্নিধ্য অনিবার্য্য।

চার

উপাসনা অর্থাৎ উপ + আসনা = তৎসমীপে আসন গ্রহণ, তৎসঙ্গ লাভার্থ, তচ্চিন্তনার্থ স্থিতি শীল হওয়া। সগুণ ব্রহ্ম বিষয়ক মানসিক ব্যাপার অর্থাৎ ভাববিশেষকে দীর্ঘকাল অন্তঃ করণে ধারণ করিয়া রাখাকে উপাসনা বলে। উপাসনার মূলে আছে বিশ্বাস। আলোচনা ও সৎসঙ্গ দ্বারা কিম্বা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন দ্বারা বিশ্বাসটিকে দৃঢ় করিয়া লইতে হয়। যেখানে সংশয় দূরীভূত হয় তাহাই সৎসঙ্গ। বিশেষ নিঃসন্দেহ ও দৃঢ় হইয়া উপাস্যের চিন্তা করিতে থাকিলে উপাসকের এতাদৃশ উৎকৃষ্ট সংস্কার জন্মায় যে স্বপ্নাদিতে ও ঐ ভাবনা চলিতে থাকে কর্ম্মের ন্যায় উপাসনারও ফল অবশ্যম্ভাবী, কখনও ব্যর্থ হয় না। উপাসনায় যত সকাম ভাব অল্পতর হইবে, উহা ততই তত্ত্বানুসন্ধানের সহায়ক হইবে এবং শ্রেষ্ঠতা ধারণ করিবে। উপাসনা সুসাধ্য, জ্ঞানমার্গ সুকঠিন। অনধিকারী জ্ঞানমার্গে উন্নতি করিতে পারে না, অচল; উপাসনা মার্গে উচ্চ, মধ্যম, অধম সকলেরই স্থান আছে।

উপাসনা রহিত কর্ম্মের যথাবিহিত ফল আছে তবে উপাসনা-যুক্ত ক্রিয়ার বিশিষ্ট ফল হয়। উপাস্যের চিন্তনই তাঁহার সামীপ্য, অন্তঃকরণই তাঁহার সামীপ্য ধারণ করে। একাগ্রতা প্রয়োজনীয়। অন্তঃকরণ সাত্ত্বিক হইলে একাগ্রতা হয়। চিত্তকে যত সাত্ত্বিক, শুদ্ধ করিবার চেষ্টা হইবে, উপাসনা তদ্রূপ শ্রেষ্ঠ হইবে।

ব্রহ্মকে যখন গুণবিশিষ্টরূপে চিন্তা করা হয় অথবা কোনও গুণ বা রূপযুক্ত (উপাধি স্বরূপ) তখন তাহাকে ব্রহ্মোপাসনা

বলে, এবং জীবাত্মাকে ব্রহ্মরূপে উপাসনার নাম অহং গ্রহ উপাসনা অর্থাৎ নিজ হৃদয় আকাশে জীবাত্মাকে পরমাত্মা হইতে অভেদরূপে (ঘটাকাশ ও মহাকাশ রূপে) উপাসনা। প্রতিমার মধ্যে ব্রহ্ম দৃষ্টিতে উপাসনাকে প্রতীকোপাসনা বলে, এখানে প্রতীকের প্রাধান্য থাকে বলিয়া নিম্ন উপাসনা বলা হয়। ভগবৎ কথা শ্রবণ ও ভগবৎ মন্ত্র জপ ও স্তোত্র কীর্ত্তন ও উপাসনার অন্তর্গত। মনোপহিত চৈতন্যের (অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের) যেরূপ চিন্তন হয় তেমনি (আহারাদির সময়) জঠরাগ্নি উপহিত চৈতন্যের (বৈশ্বানর দেবের) ও চিন্তন বিধি আছে। মর্ত্ত্যে অগ্নি প্রধান দেবতা এবং জীবন কারণ, তাপ না থাকিলে দেহ মৃত হয়, শরীরের কোনও ক্রিয়া হয় না। অন্তরীক্ষ লোকে বায়ু প্রধান দেবতা এবং স্বর্গাদি লোকে সূর্য্য (তেজ) প্রধান দেবতা।

ঈশ্বর কার্য্য অনুসারে সর্ব্ব ফল দাতা, তাঁহার করুণা আকর্ষণ করিতে পারিলে (সকাতর ভাবে) সর্ব্বসিদ্ধি হয়। যাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বাল্যবিধবা (আচরণ পরায়না), বানপ্রস্থ অমূখ্য পরিব্রাজক, ব্রহ্মোপাসক বা অহং গ্রহ উপাসক বা হিরণ্যগর্ভ উপাসক, তপ শ্রদ্ধা পরায়ণ নিরামিষ ভোজী, ইহাদের সকলের ব্রহ্মলোকে (হিরণ্যগর্ভে বা ব্রহ্মার লোকে বা ব্রহ্মার শরীরে) গতি হয় এবং সেখান হইতে কল্পান্তে ব্রহ্মার সহিত মুক্তি লাভ হয়। ইহাদের কখনও পতন হয় না, ইহাই ক্রমমুক্তি এবং সংসারীর পক্ষে উত্তম মার্গ। প্রতিমা উপাসকের গতি বিদ্যুৎ লোক (অন্তরীক্ষ লোক) অবধি হয়।

যজ্ঞশান্ত্যাদিযুক্তঃসন্ সদা বিদ্যারতাভবেৎ।
স যাতি দেবযানেন ব্রহ্মলোকাবধি নরঃ। শিবগীতা ১১।১২

যে মানব সর্ব্বদা শমদমাদি সম্পন্ন হইয়া বিদ্যানিরত থাকেন, তিনি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকেন।

জ্ঞানাধিক্যাৎ সুখাধিক্যং নান্যদস্তি সুরালয়ে।

জ্ঞানের আধিক্য বশতঃই স্বর্গে সুখাধিক্য হইয়া থাকে এতদ্ব্যতীত অন্য কারণ নাই।

উপাসনার জন্য স্বীকৃত ঈশ্বর গুণাদিকে ভ্রম (ভ্রমবাদ দৃষ্টিতে) বলা বিধেয় নহে যেহেতু তাঁহার গুণাদি আমাদের চিন্তা হইতে উদ্ভূত নহে এবং প্রকৃতপক্ষে সত্য। যেরূপ সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করণ গুণাদি, বা তেজোময়ী শক্তি ইত্যাদি আমাদের মানসিক কল্পনা নহে। ভাবানুযায়ী সিদ্ধিলাভ হয়। ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলে ভগবান সাধকের সর্ব্ববিঘ্ন দূরীভূত করিয়া পথ সরল করিয়া দেন। তিনি ভক্তের ভক্ত। যখন আমাদের জন্ম; হানি, লাভ, যশ, অপযশ, জীবন মরণ ইত্যাদির বিষয়ে আমরা অত্যন্ত পরাধীন (কর্ম্ম ফল দাতার অধীন) তখন ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া পৃথিবীতে জীবন যাপন করাতে ক্ষতি কি, এবং ইহা ছাড়া আর গতি কি? উপাসনা উপাস্যের চিন্তনরূপ ব্যাপার। উহাতে রজঃ তম গুণ নিরস্ত হইয়া সত্ত্বগুণের বিকাশ ঘটে অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি হয় এবং শান্তি সুখ লাভ হয়।

প্রথম উপাসনা কালে উপাসকের নিকট ঈশ্বর এক অপরিচিত ক্ষমতাশীল ব্যক্তি সদৃশ। উপাসক তখন ক্ষীণস্বরে প্রার্থনা করে, হে প্রভো! আমি ও তোমার রাজ্যে বাস করি, আমার প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টি দিও (তবৈবাহং = আমি তোমরই)। দিনবন্ধু কৃপাসিন্ধু কৃপাবিন্দু বিতারো। হৃদি বৃন্দাবনে কমল আসনে মন প্রাণ সনে বিহারো। কে তুমি দাঁড়ায়ে আমার রুদ্ধ মনের দ্বারে।

পশ্চাৎ পূজা ও ধ্যান করিতে করিতে যখন "হৃদয়ে দেবতার বাস" এই প্রবোধ জন্মে তখন সে বলে ঠাকুর তুমি আমারই ভিতরে, তুমি যাবে কোথায় (মমৈব ত্বং=তুমি তো আমারই)। তোর মতন আর এত আপন কে আর মাগো আমার আছে। এই করো হরি দীন দয়াময় তুমি আমি যেন দুটি নাহি হয়, জলেরই তরঙ্গ জলে করো লয় চিদঘন শ্যামসুন্দর। চিনেছি যখন আর কি তখন ছেড়ে দেব ওই অমূল্য রতন। এই প্রকার ভাবাদির উদয় হয়।

আবার যখন সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ হয় তখন বলে আমিই তুমি তুমিই আমি (ত্বমেবা হং)। এইটি সাধনের শেষ অবস্থা এবং শ্রুতির মহাবাক্যাদি এই অবস্থাকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ওই শ্রীচরণে পরিব্রাজকের গতি। যেন ভাগীরথী সনে সাগর সঙ্গতি। শিব জীব দোঁহে অভেদ মূরতি। জীব নদী, তুমি সাগর। মায়ার মলিন সত্ত্বায় জীব এবং শুদ্ধ সত্ত্বায় ঈশ্বর। মলিনতা (অজ্ঞানতা) দূরীভূত হইলে শিব ও জীব একই চৈতন্য হইয়া যায়। জীবকে বুঝিলে (অহং কে) ঈশ্বরকে বোঝা হয় তার ঈশ্বরকে বুঝিলে আর কিছু বুঝিবার থাকিয়া যায় না।

ঈশ্বর উপাসনা ফলে ঈশ্বরের সামীপ্য (সমীপে বাস) সালোক্য (সত্য লোক লাভ), সারূপ্য (ঈশ্বরের সহিত একরূপ হওয়া), সাযুজ্য (উপাস্য সহিত মিলাইয়া যাওয়া) লাভ ঘটে, কিংবা হিরণ্যগর্ভ লাভ হয়।

সবাই জানে পৃথিবীতে ক্ষুধা তৃষ্ণা আধিব্যাধি জরা মৃত্যু জন্য দুঃখ অনিবার্য্য। স্বর্গাদিতে এসব নাই, শান্তিতে সুখ ভোগ ঘটে এই জন্য সকল ধর্ম্মী জপ ও স্তবাদি অবলম্বন করে। ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই তিনটি লোক বিভাগ, তমে মনুষ্য লোক রজে অন্তরীক্ষ লোক অর্থাৎ গন্ধর্ব্ব ও পিতৃলোক এবং সত্ত্বে দ্যৌ

লোক অর্থাৎ স্বর্গাদি সমস্ত, উৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোক অবধি। মনুষ্য লোক পুত্রদ্বারা জয় হয়, পিতৃলোক কর্ম্ম দ্বারা এবং স্বর্গাদি দেব বিষয়ে দিব্যজ্ঞান দ্বারা জয় করিতে হয়। যাহা লভ্য তাহাই চিন্তনীয় তাহারই ধ্যান তাহাই জীবন। ভূ স্থূল ভূত মর্ত্ত্যলোক, ভুব তৈজষ সূক্ষ্ম পিতৃ ঋষিগণের লোক এবং স্বঃ দেবাদির লোকাদি।

আত্মার দর্শন জন্য শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন কর্ত্তব্য। শ্রবণ অর্থাৎ শুদ্ধচিত্তে গুরুমুখে বা মহাপুরুষাদির মুখে বেদান্তাদি শুনিয়া তাহার অর্থানুসন্ধান। মনন অর্থ বিচারদ্বারা নিঃসংশয় হইয়া গ্রহণ। নিদিধ্যাসন অর্থ প্রাগাঢ় চিন্তন। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনই আত্ম পূজা। ইহার পরিণাম সমাধি কিংবা জীবনান্তে হিরণ্যগর্ভ লাভ। সমাধি অথাৎ সদ্য মুক্তির দ্বার উদ্‌ঘাটন হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ ক্রমমুক্তি নিশ্চিত। গীতায় বার বার সংযম শব্দটির প্রয়োগ করা হইয়াছে। সংযমী না হইলে চিত্ত শুদ্ধি হইতে পারে না। সংযমের শেষ অবস্থাই ত্যাগ, সংসারীর পক্ষে সংযম অতি আবশ্যক, সন্ন্যাসীর পক্ষে ত্যাগ। যাঁহাদের অন্তঃকরণ অহংকার, কু রজগুণ, কপট, কুটিলতা, পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষা দ্বেষাদি, ভাবে পরিপূর্ণ (আধিক্য) তাঁহাদের মনে শ্রদ্ধা জাগে না এবং উপাসনার কোনও যোগ্যতা থাকে না। অতিশয় চেষ্টা ও ঈশ্বরের কাছে পরিত্রাণের প্রার্থনা করিলে তাঁহাদের কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে কিম্বা পারে না। পশুর জন্য শাস্ত্রাদি নহে। মনুষ্যের জন্যই শাস্ত্রাদি। প্রথম সাধনা মনুষ্যত্ব লাভ। অকৃতজ্ঞতা ও অপবাদ প্রদান গুরুতর পাপের সৃষ্টি করে এবং চিত্তকে অশুদ্ধ করে। মনু মহারাজ বলিয়াছেন দেব পিতৃ ক্রিয়া অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, আর্জ্জবাদির আচরণ

দ্বারা মনুষ্য প্রকৃত মনুষ্য পদবাচ্য হয় এবং ইহা ধর্ম্মে আস্থা সম্পন্ন নিম্ন-শ্রেণীর অধিকারীর পক্ষে ব্যবস্থা করিয়াছেন। অভদ্র সাধক সমাজের ও ধর্ম্মের কলঙ্ক।

জগতে যাবতীয় সভ্য সমাজাদিতে চারিটি শ্রেণী থাকে যথা—missionary, military, merchant and manual labourer. সব মানব সমান হয় না এবং সমানের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়া অনিবার্য্য। ভারতে বর্ণাশ্রমের বংশগত ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে তাহার কারণ বংশগত ব্যবসায় মনুষ্য নিজকর্ম্মে নিপুণ হয় এবং প্রাণী, কর্ম্মানুযায়ী উপযুক্ত আশ্রমে জন্ম গ্রহণ করে। অন্য দেশাদিতে আশ্রম ব্যক্তিগত। মনুষ্যত্ব প্রাপ্তির পর ক্রোধাদি ষড়রিপু শাসনের চেষ্টা সফল হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মন সাত্ত্বিক ভাব ধারণ করিতে থাকে আর উপাসনা সন্তোষ জনক হয়।

অহংকার, ব্রহ্মের অংশীভূত জীবাত্মার পক্ষে, স্বরূপ প্রকাশের আবরক হয়। যেরূপ স্বপ্নে দৃশ্যমান দেহাদির সহিত স্বপ্নদ্রষ্টার সম্বন্ধ থাকে না সেইরূপ বিষ্ণুর মায়া ব্যতীত অন্য কোনও কারণে দেহাদির সহিত আত্মার প্রকৃত সম্বন্ধ নাই। আত্মা বহুরূপে প্রতিভাত হন, এ দেহাদিতে 'আমি' 'আমার' বলিয়া অভিমান করেন, কিন্তু মায়াধীশ এবং বৃহৎ স্বপ্ন (এই প্রপঞ্চ) দ্রষ্টা হইলে ও স্বরূপ তাঁর শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। যত অহংকার তত অজ্ঞান। শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত আত্মাকে পরমাত্মা বলে আর অনাদি অজ্ঞানাবৃত আত্মাকে জীবাত্মা বলে। ব্রহ্মের সত্তা মায়াতে এবং মায়ার সৃষ্টি স্থিতি কর্ত্তৃত্বাদি ব্রহ্মে আরোপিত হয়। যেরূপ সূর্য্যজাত এবং সূর্য্য প্রকাশিত মেঘ সূর্য্যের আবরক হয় সেইরূপ ব্রহ্মের কার্য্যজাত ব্রহ্ম কর্ত্তৃক প্রকাশিত

অজ্ঞান ব্রহ্মে আরোপিত হয়।

যাঁহারা জ্ঞান পথের পথিক তাঁহাদের ও কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভের পর তত্ত্ব অনুসন্ধানের ফলে জ্ঞানলাভ করিবার উপায় ঘটে। শুদ্ধচিত্ত হইলে বিচার করিবার সমর্থ হয়। আত্ম-বিচার অতি সূক্ষ্ম বলিয়া অশুদ্ধ চিত্তে উদ্ভূত হয় না। সর্ব্বব্যাপী পুরুষকে প্রাপ্তির জন্য যে কর্ম্ম করা হয় তাহা বন্ধনের হেতু হয় না। অয়ম এই যে দেহস্থিত আত্মা, কর্ত্তা ভোক্তা, ইনিই সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিকার ব্রহ্ম। মায়ার কুহকে বা প্রকৃতি সংযোগে স্বরূপ ত্যাগ না করিয়াই বহু হন। এই বহুত্ব ব্যক্ত মধ্য অবস্থা ; এই কার্য্যব্রহ্মই আবার বহুদেবরূপে প্রতিভাত হন।

একেরই সহস্র নাম ও রূপ। নাম ও রূপ এই দুই বস্তুই তাঁর গুণাদিকে লক্ষ্য করে। তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া যাহার মন কেবল তাঁহার স্বীকৃত নাম ও রূপে (প্রতিমায়) নিবদ্ধ থাকে তাহার মাত্র বিদ্যুৎ লোক অবধি গতি হয় অর্থাৎ যাহার যতদূর বুদ্ধির দৌড় সে ততটাই উচ্চে উঠিতে পারে। সুশিক্ষিত নর-নারীর পক্ষে প্রতিমা উপাসনা অনেক সময়ে কুসংস্কার গঠন করে যেহেতু প্রতিমা উপাসনায় প্রতিমারই প্রাধান্য থাকে এবং তত্ত্ব জ্ঞানের বাধক হয়। প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে এ বিশ্ব নিখিল তোমারি প্রতিমা। কোনও উপাসনা না করার অপেক্ষা প্রতিমা উপাসনা অতি শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা অসংস্কৃত ও অল্পবুদ্ধি তাহাদের পক্ষে প্রতিমা উপাসনা ছাড়া আর গতি নাই।

মনুষ্য সাধারণতঃ তাহার দেবতাকে মনুষ্যাকারেই কল্পনা করিয়া তাহাতে স্বীয় গুণ-সমূহের আধিক্যের আরোপ করিয়া থাকে। সর্ব্ব দেশেই মনুষ্যের দেবতা প্রায়শঃ মনুষ্য গুণান্বিত

বা মনুষ্যাকারেই কল্পিত হয়। মানুষ অরূপকে রূপ দেয়, অমূর্ত্তকে মূর্ত্ত করিয়া তোলে। যে তত্ত্ব ইন্দ্রিয়ের অগোচর, যাহা মন এবং বুদ্ধির অবিষয়, সেই অসীম নির্ব্বিশেষ তত্ত্বকে মানুষ সসীম ও সবিশেষ করে জান্‌তে চায়। বেদে পুরুষের অলিঙ্গত্ব জন্য স্ত্রী, পুং নপুং আদি ভেদ গৃহীত হয় না। যে নামেই ডাকো, যে রূপেই আরাধনা করো সেই একেরই অর্চনা হয়; এই বুদ্ধি জাগিলে মন বাহিরে চলিয়া যায়, আক্ষেপের কারণ থাকে না। এই ধারণার পাকা হওয়ার নাম ধারণা। একে চিত্ত নিবিষ্ট হইলে তাহার নাম ধ্যান। ধ্যান রূপেরও হয় অরূপেরও হয়। যে পর্য্যন্ত জ্যোতি দর্শন না হয় তাবৎ রূপেরই ধ্যান। যখন জ্যোতি দর্শন ঘটে তখন মহাপুরুষদের কাছে উপদেশাদি গ্রহণ করিয়া অরূপ ও ব্যাপকের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। ব্যাপক জ্যোতিতে কোনও রূপ বা রংয়ের ধারা নাই। অরূপই অব্যক্তের দিকে লইয়া যায়। জ্যোতি দর্শন ঘটিলে কল্পিত রূপ কে অগ্রাহ্য করিয়া জ্যোতিকে গ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য।

অকল্পিতং স্বয়ং জ্যোতি রাত্মনো দেবতা ন কিম্।
দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তো জীবো দেবঃ সদাশিবঃ॥

গীতা সার ৬২॥

যে অকল্পিত জ্যোতি আত্মা হইতে সমুদ্ভূত হয় তাহা কি দেবতা না হইবার কথা? দেহীর দেহই দেবালয় এবং জীব সদাশিব দেবতুল্য।

"Know ye not that ye are the temples of God?" (J. Christ)

বিভিন্ন দেবতায় ঈশ্বর পূজন হয় তবে তাহা যে ঈশ্বরেরই পূজন সেটা দৃঢ়ভাবে মনে থাকিলে 'একেশ্বর বাদ' হয়। প্রথমে
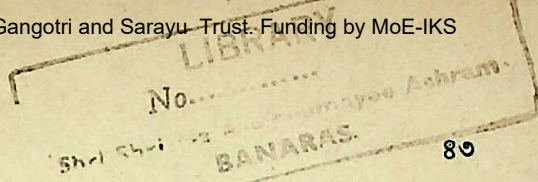
কোনও রুচিকর বা গুরুদত্ত ইষ্ট দেবের মূর্ত্তি চিন্তন করিলে ধ্যান সহজে অভ্যস্ত হয়। পশ্চাৎ মূর্ত্তির কোনও অঙ্গ (চরণ) বিশেষে চিত্ত স্থাপন করিলে ঐ অঙ্গ জ্যোতির্ম্ময় হইতে থাকে। এই জ্যোতির যখন বিকাশ হয় সেই সময় জ্যোতির ধ্যান বা ভর্গো ধ্যান সহজ সাধ্য হয়।

"অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষোহন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্ট" এই হৃৎ পুণ্ডরীকস্থ জ্যোতি ও সর্ব্ব প্রাণীর দেহস্থিত জ্যোতি এবং সূর্য্য চন্দ্রাদি অধিষ্ঠিত জ্যোতি একই জ্যোতি; এই ভাব যখন দৃঢ়রূপে নিশ্চিত হয় তখন আর উপাসনার প্রয়োজন থাকে না।

যদা প্রকাশতে হ্যাত্মা পটে দীপো জ্বলন্নিব।
জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াং পাপস্য কর্ম্মণঃ॥ গীতা সার ৬॥

উজ্জ্বল প্রদীপের ন্যায় যখন আত্মা চিত্তপটে প্রকাশ পায়, তখনই পুরুষের পাপকর্ম্ম ক্ষয় হইয়া জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। এই জ্যোতিকে ঋষিরা গুপ্ত জ্যোতি, দিব্যজ্যোতি, স্বর্গীয় তেজ, অগ্নি নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই অগ্নি সর্ব্ব প্রাণি দেহে সুপ্ত-ভাবে অবস্থিত। বৈদিক ঋষিরা দীক্ষা দ্বারা বা উপনয়ন সংস্কার দ্বারা যজমান দেহে এবং শিষ্য হৃদয়ে এই সুপ্ত অগ্নিকে প্রবুদ্ধ করিতেন।

মুহূর্ত্তমপি যো গচ্ছেন্নাসাগ্রে মনসা সহ।
সর্ব্বং তরতি পাপ্মানং তস্য জন্ম শতার্জ্জিতম্॥
উত্তর গীতা ২।১০॥

যে যোগী চৈতন্য জ্যোতির অনুভব নিবন্ধন মুহূর্ত্ত কাল ও নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তিনি শত জন্মার্জ্জিত পাতক হইতে মুক্তি লাভ করেন সন্দেহ নাই।

ঈশা উপনিষদে ঈশ্বরের আবরণ তেজোময় রশ্মিময় বলিয়াছেন। তেজ বা অনল হইতে সলিল উৎপন্ন। পুরুষ আপনার খণ্ডিতইব অংশকে মায়া ধৃত জঠরানলে বা তৎজাত কারণ সলিলে আহুতি দেন তাহাতে হিরণ্যবর্ণ আবরণাবৃত হইয়া তাঁর (ঈশ্বরের) হিরণ্যগর্ভত্ব লাভ ঘটে। তখন তিনি কার্য্য-ব্রহ্ম, সৃষ্টি, স্থিতি, লয় যজ্ঞের কর্ত্তা, জগৎ পিতা। মায়াতে প্রতিবিম্ব চিৎ হিরণ্যগর্ভ। ইনি বিশ্বভুবন নির্ম্মাণ করিয়া দর্শন করেন। প্রতিবিম্ব পাতে চিত্তের ক্রিয়াশীলতা উৎপাদন হয়। বিজ্ঞান বলে matter is a stage of motion জগৎটা (বিরাট শরীর) matter এবং ইহাও কিছুর (হিরণ্যগর্ভের স্পন্দন বা তন্মাত্রাদির প্রবাহ) motion হইবে। ঈশ্বর চৈতন্য হিরণ্যগর্ভ চৈতন্য ও বিরাট চৈতন্য একই সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য যাহার ক্ষুদ্রাংশ মনুষ্য হৃদয়েও প্রতিভাত হয়। মনকে সূক্ষ্ম ভাবাপন্ন করা প্রয়োজনীয়; (অতিশয় ব্যাপক ভাবাপন্ন মন ধ্বংস পথে যায়)।

জ্যোতি স্বরূপ পরব্রহ্ম বিষয়ক শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা সংশয় এবং বিপরীত বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইলে অন্তঃকরণ নির্ম্মল ও পবিত্র হয় এবং তখনই চির স্বপ্রকাশ আনন্দ স্বরূপ, অত্মোপলব্ধি হইতে পারে। জলে সূর্য্য প্রতিবিম্ব পাত হওয়া স্বাভাবিক কারণ জলের গঠন সেইরূপ, তবে ঘোলাটে আর চঞ্চল জলে প্রতিবিম্ব পাত হয় না। আমাদের অন্তঃকরণের গঠন এরূপ যে স্বপ্রকাশের প্রকাশ অন্তকরণে স্বাভাবিক, তবে চিত্ত, চঞ্চলতা ও মলিনতার জন্য প্রতিবিম্ব ধারণ করিতে অক্ষম। স্থির ও শুদ্ধ চিত্তে প্রতিবিম্ব পাত অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য চিত্ত শুদ্ধির শাস্ত্রে এত মাহাত্ম্য। শুদ্ধ চিত্তই অভ্যাস দ্বারা স্থির হয়। এই জগতে চৈতন্য জীবগণের হৃদয় গুহাতে

প্রকাশমান (অবস্থিত) এবং এই দেহ মধ্যেই বিশুদ্ধ চিত্তের দ্বারা সূক্ষ্ম আত্মাকে জানিতে হইবে (মুণ্ডক ৩) হৃদয় পদ্মমধ্যে এই যে প্রসিদ্ধ আকাশ উহাতে সেই বিজ্ঞানময় অমৃতস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ অবস্থিত আছেন (তৈত্তিরীয় ১) ইহার ধ্যান অবিদ্যা নাশক (শ্বেতাশ্বতর ১।১১)

যাঁহারা বৈশ্বানরকে প্রথম অবলম্বন করেন তাঁদের সর্ব্বত্র ঈশ্বর দর্শন সহজ লভ্য হয়। যাহাকে জঠরানল বলে তাহাই শুদ্ধ ভাষায় বৈশ্বানর দেব। যে যাহা আহার করে তাহা ওই দেব নয় ভাগে বিভক্ত করেন। ইনি তেজোময় জ্যোতির্ম্ময় ইহার তেজে দেহ তাপযুক্ত হয়। ইনি সকল আহার্য্য প্রাণাদি বায়ুর সহকারে পাচন করেন। নয় ভাগ অর্থাৎ মল, মূত্র, চর্ম্ম, মাংস, রুধির, হাড়, মজ্জা, স্নায়ু ও চর্ব্বি। ইনি চেতন কর্ত্তা, পেটে কলঘর (factory) তাহা হইতে ঈষৎ দূরে, হৃদয়াকাশে (অন্তঃকরণে) তাঁর বাসগৃহ (residential quarters = অর্থাৎ বেশী প্রকাশ)। কর্ম্ম হইতে উপাসনা শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বভূতে একেশ্বর দর্শন সাত্ত্বিক ; ইষ্টপুর্ত্তাদি সকাম কর্ম্মানুষ্ঠান ও বিভিন্ন দেবতাদির অর্চ্চনা রাজসিক। প্রমাদ আলস্য এবং অন্যের উৎসাদন ও উচ্চাটনাদি সাধনার্থ কদর্য্য প্রণালীতে দেবতাদির অর্চ্চনা এবং প্রতিমাতে দেব বুদ্ধি (অর্থাৎ প্রতিমাটিই দেবতা) দেহে আত্মবুদ্ধি (অর্থাৎ আমার শরীরটাই সম্পূর্ণ আমি ও আত্মা) এ সব তমোগুণের (অর্থাৎ অজ্ঞানতার) কর্ম্ম।

পাঁচ

ঈশ্বর আরাধনার দুটি প্রধান অঙ্গ (১) শুদ্ধ চিত্ত (২) ঈশ্বর চিন্তন বা অনুসন্ধান।

চিত্ত শুদ্ধির শাস্ত্রে বহু উপায় আছে, বিস্তারিত এবং সংক্ষেপে। সংক্ষেপে এই—আসুরিক সম্পদ ত্যাগ, সাধন চতুষ্টয়, অষ্টাঙ্গ যোগ কিম্বা, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন। সত্য যুগে তপস্যা, ত্রেতায় ধ্যান, দ্বাপরে যজ্ঞ ও কলিতে দান প্রশস্ত। আবার অন্য উপায় অহিংসা, সত্য, দান, দয়া, দম শৌচ, শান্তি, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য সকল প্রকার সাধনের, কি পার্থিব, কি পারমার্থিক, ভিত্তি। "মরণং বিন্দু পাতেন জীবনং বিন্দু ধারণাৎ।" বীর্য্য হীন ব্যক্তি কোথাও কৃতকার্য্য হয় না। বীর্য্যের অভাব মহা অভাব। সংসারীর পক্ষে মাত্র ঋতুকালে শাস্ত্রাদেশ রক্ষার্থ নিজ ভার্যাগমনে ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ হয় না। ব্রহ্মচর্য্য কায়া মন বাক্য দ্বারা রক্ষা করিতে হয়। অনুরাগের সহিত দর্শন চুম্বন, স্পর্শন, হাস্য পরিহাসাদি, সৌন্দর্য্য বর্ণন, গোপনে আলাপন, প্রমদা দর্শনাভিলাষ, রমণ ইচ্ছা বা রমণ সুখ চিন্তা ব্রহ্মচর্য্যের ত্রুটিজনক বিপরীত আচরণ। ব্রহ্মচর্য্য অক্ষয় স্বর্গের কারণ। বাল্যবিধবা ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী কেবল ব্রহ্মচর্য্যের ফলে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ভোগ বিলাস ত্যাগের নামান্তর ব্রহ্মচর্য্য-মনুষ্য জীবনের চারিটি আশ্রম আছে (১) ব্রহ্মচর্য্য (২) গার্হস্থ্য (৩) বানপ্রস্থ ও (৪) সন্ন্যাস। প্রত্যেকটি জীবনের চতুর্থাংশ সময় দাবী করে।

সাধন চতুষ্টয় (বানপ্রস্থ অবস্থায় বিশেষ রূপে প্রয়োজনীয়) (১) বিবেক=নিত্যানিত্য বস্তু বিবেচনা (২) বৈরাগ্য=বিষয় মাত্রই তুচ্ছ এই বুদ্ধি "বিষয়াতুচ্ছধী" (৩) শমাদি ষট সম্পত্তি, শম=মন্নিষ্ঠা বুদ্ধি, দম=ইন্দ্রিয় সংযম ; উপরতি=আত্মা ও ব্রহ্মের একতার দৃঢ় নিশ্চিত বুদ্ধি কিম্বা ঈশ্বরে বুদ্ধির একাগ্রতা ; তিতিক্ষা=ইচ্ছা দ্বেষ, শীত উষ্ণ, মান অপমান, সুখ দুঃখ অম্লান চিত্তে সহ্যকরা ; শ্রদ্ধা=গুরু ও বেদান্তে বিশ্বাস (গুরু ও তেমনটি চাই) ; সমাধান=সমাহিত চিত্ত তা, শ্রবণ মননাদিতে চিত্তের একাগ্রতা। (৪) মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মোক্ষ লাভের তীব্র ইচ্ছা। ইহা সন্ন্যাসীর জীবন।

অষ্টাঙ্গ যোগ=যম নিয়ম আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ধ্যান ও সমাধি। (১) যম="অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যা পরিগ্রহাঃ" কায় মনোবাক্যে কাহারও ক্লেশ উৎপাদন না করা, সর্ব্বভূতের হিত সাধন, দয়া, সরলতা, ক্ষমা বাহ্যিক ও মানসিক শৌচ ও ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ অর্থাৎ ভোগ বাসনার জন্য দান গ্রহণ না করা তবে অন্ন বস্ত্রাদি গ্রহণ কর্ত্তব্য। সংসারীর পক্ষে সত্নপার্জ্জন সদ্ব্যয় এবং দুষ্টের দমন বা ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষাও কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম ও দেশ রক্ষার্থে যুদ্ধে যাঁহারা নিহত হন তাঁহারা ত্যাগের জন্য স্বর্গবাসী হন। ইন্দ্রিয় সকলের সংযমই যম। রজোস্তমো গুণের অবিভাব বা সংকোচ এবং সত্ত্বগুণের বিকাশ বা সম্প্রসারণরূপ ব্যাপারের নামান্তরকেই ইন্দ্রিয় সংযম বলে। যম প্রত্যেক সাধকের জন্যই প্রয়োজনীয় (২) নিয়ম="অনুরক্তিঃ পরে তত্ত্বে সততং নীয়মঃ স্মৃতঃ" ঈশ্বর অনুরক্ত থাকা, তপ, সন্তোষ, আস্তিক্য (বেদে শ্রদ্ধা), কুৎসিৎ কার্য্যে লজ্জা, জপ, ব্রত, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান। (৩) আসন=শির গ্রীবা ও শরীর সমভাবে উন্নত করিয়া কর চরণাদির বিশেষ ভাবে

স্থাপন। যে আসনে বসিয়া কষ্ট না হয় (কিম্বা আলস্য ও না হয়) এবং সে জন্য মন বিক্ষিপ্ত না হয়, সেই আসন। মৃত্তিকার বিজলী হইতে রক্ষার্থে পশমাদির আসন ব্যবহার হয়। (৪) প্রাণায়াম, পূরক ৪, কুম্ভক ১৬ রেচক ৮ এই পরিমাণে ২—৩ বার প্রাণায়াম করিলে নাড়ী শুদ্ধ হয়—বেশী প্রাণায়ামে রোগাশংকা আছে। (৫) প্রত্যাহার=ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় হইতে নিরুদ্ধ করিয়া মনকে নির্ব্বিষয় করা অর্থাৎ বিচার দ্বারা মনকে ইষ্টে ফিরাইয়া আনা। (৬) ধারণা=চিত্তে ধরিয়া রাখা (৭) ধ্যানে="ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ" মন নির্ব্বিষয় হইলেই ধ্যান হইয়া যায়। ধ্যেয় বস্তুতে চিত্তের সংস্থান।

নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা প্রাণিণোঽধ্যাত্মচিত্তকাঃ।
ক্রতুকোটি সহস্রাণাং ধ্যানমেকো বিষিয্যতে॥ উত্তর গীতা ৩।১৬॥

আত্মধ্যানং পরায়ণ মহাত্মারা নিমেষকাল বা নিমেষার্দ্ধ সময় ও যে আত্মধ্যান করেন, সহস্র কোটি যজ্ঞ ফল অপেক্ষাও সেই ধ্যান শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই।

তদ্দেশং পরমাত্মানং স্মরেৎ পার্থ অনন্যভাক্।
হৃৎপদ্ম কর্ণিকামধ্যে শুভদাগ্নিশিখাকৃতি॥ গীতা সার ৫৪ ॥

হে পার্থ এই জন্য বলি হৃদয় পদ্মস্থিত কর্ণিকামধ্যে শুভ দায়ক অগ্নি শিখা সদৃশ যে পরমাত্মার স্থান (যেখানে বেশী প্রকাশ বিদ্যমান আছে) তাহা এক মনে ভাবনা করা কর্ত্তব্য।

(৮) সমাধি=ঈশ্বরে লীন অবস্থা।

অন্তঃপূর্ণং বহিঃ পূর্ণং মধ্য পূর্ণং তথাত্মনি।
সর্ব্ব সম্পূর্ণ মাত্মনং সমাধেস্তস্য লক্ষণম্॥ গীতা সার ৫০ ॥

ভগবান কহিলেন যাহার অন্তঃকরণ, বহিঃপ্রদেশ, এবং মধ্য স্থান, পূর্ণভাব প্রাপ্ত হইয়াছে (অর্থাৎ সূক্ষ্ম, অনুপ্রবিষ্ট এবং ব্যাপকভাব) তাহার আত্মা সর্ব্ব বিষয়ে সম্যক্ প্রকার পূর্ণভাব ধারণ করিয়াছে, ইহাই সমাধির লক্ষণ।

সাধন চতুষ্টয় মার্গ কষ্টকর। যোগ অপেক্ষাকৃত সরল। ভক্তিমার্গ সুসাধ্য। যম নিয়ম অবলম্বনে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন উত্তম সাধন। যম নিয়ম শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন সংসারীর পক্ষে সরল ও সংক্ষিপ্ত মার্গ। শ্যামা সঙ্গীত ও কীর্ত্তনাদি শ্রবণ মননের অন্তর্গত। বেদে বলিয়াছেন আহার শুদ্ধ হইলে মন শুদ্ধ থাকে, ইহা শৌচের অন্তর্গত। শুশুনি, কল্মীশাক মাথা ঠাণ্ডা রাখে; ডিম্ব, মাংসাদিতে উত্তেজনা হয়, বেগুন কুমড়া বায়ু বৃদ্ধি করে, মুগের ডাল ত্রিদোষ নাসক, কড়াই ত্রিদোষ বর্দ্ধক। দ্রব্যগুণ স্বতঃ সিদ্ধ। আহারের সহিত মনের সম্পর্ক নাই বলা চলে না। মদ খেলে নেশা হইবেই। যাবতীয় ভোগ পদার্থই আহার।

গৃহস্থ আশ্রমে সংযমী হওয়া উপাসনার সহায়ক। ত্যাগ বৈরাগ্যের সহায়ক। যে ত্যাগ মনে আপনা আপনি আসে সেই প্রকৃত ত্যাগ এবং সংযমের অভ্যাস দ্বারা লভ্য। জোর জবর দস্তীর ত্যাগ স্থায়ী হয় না। সংযম ও বিচার দ্বারা ত্যাগ স্থায়ী হয়।

অপ্রযত্নাগতা সেব্যা গৃহস্থৈর্বিষয়া সদা।
প্রযত্নে নোপগম্যশ্চ স্বধর্ম ইতি মে মতি॥

পরাশর গীতা ৬।৩৫॥

অনায়াসেই বিষয় সমুদয় সংযম সহায়ে উপভোগ ও যত্ন পূর্ব্ব স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা গৃহস্থ দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

ঈশ্বরের কিঞ্চিৎ অনুমান হইলে অর্থাৎ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হইলে তাঁহার সহিত একটা সম্বন্ধ স্থাপন করা বিধেয়। বৈর (রাবণ), ভক্তি (যুধিষ্ঠিরাদি), ভয় (কংস), স্নেহ (বৃষ্ণিগণ), কাম (গোপীগণ) ভাবাদি দ্বারা সম্বন্ধ হয়। মধুর সম্বন্ধ

স্নেহময়ী 'মা' কিংবা ভক্তবৎসল রক্ষাকর্ত্তা "পরমপিতা" দুইএর মধ্যে একই অলিঙ্গ চৈতন্য।

— ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব. ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥

এই দেবদেবটি ঈশ্বর, অলিঙ্গ, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ। তিনি নিত্য, পূর্ণ, নির্ম্মল. নিশ্চল, সত্য. শান্ত সর্ব্বানন্দ চৈতন্য মণ্ডিত, কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বান্তর্ভূত। ঈশ্বরকে অনুমান করিবার জন্যই শাস্ত্রে এত কথা। ঠারে ঠোরে অনুমান করিয়া উপাসনারত হইতে হয়। "পুজনীয় দেবকে জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে নিজের চিত্তে অবস্থিত রূপে উপাসনা করিবে" (শ্বেতাশ্বত or শ্বেতা ৬।৫)

তিনি কলাশূন্য, দেবতাদের পরিচালক, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত।

তিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, নির্ধনের ধন। তাঁহাকে যে ভাবেই ডাকা হউক তিনি সেই ভাবেই এগিয়ে আসেন। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। আমাদের অজ্ঞানতার তাঁহার সম্পূর্ণ বোধ আছে এই মনে রাখিয়া কার্য্য করিয়া যাইতে হয়। তাঁহার শরণাপন্ন হইতে পারিলে আর কথা কি থাকে? ঈশ্বর উপাসনা = শুদ্ধ চিত্তে ঈশ্বর চিন্তন। চিত্ত শুদ্ধির ব্যবস্থা গুলি সংক্ষেপে লেখা হইল এখন চিন্তন ব্যাপারটি কী তাহা সংক্ষেপ বোঝা দরকার।

চিন্তন যে একটি মহানশক্তি তাহা আমরা অবহেলা ও অগ্রাহ্য করিয়া থাকি। "সর্ব্বার্থ সাধিনী চিন্তা, চঞ্চলা চপলা অপি।" (অপি অর্থাৎ যদ্যপি) চিন্তন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, একাগ্রতা হয়। মনের স্বভাব, যে বস্তুর চিন্তা করে তাহারি রূপ ধারণ করে। ঈশ্বর চিন্তনে ঈশ্বরের রূপ ধারণ করিতে থাকে (স্বপ্রকাশের স্বরূপ নহে) কল্পিত রূপ। ঈশ্বর চিন্তনের বিষয় নহেন, তবে কেন

ঈশ্বর চিন্তন ? ঈশ্বরের কল্পিত রূপে, বা আনুমানিক অরূপ তত্ত্বে একতানতা বা তন্ময়তা হইলে, স্বপ্রকাশ নিজেই চিত্তে প্রকাশ পান। লীন বা তন্ময় হইবার জন্যই সমস্ত ব্যবস্থা, এবং ঈশ্বর উপাসনার গন্তব্য স্থানই তন্ময় অবস্থা। "অচিন্তৈব পরো যোগঃ" ঈশ্বরে লীন হইলে চিন্তার ধারা শেষ হইয়া যায়। ঐ স্থান অবধি মনুষ্য চেষ্টা বা পুরুষার্থ, তাহার পর পরমার্থ। ঈশ্বর উপাসনার ইহাই মূল সিদ্ধান্ত। মনকে বিষয় চিন্তা হীন করিলে ঈশ্বর চিন্তন ও তন্ময়তা সুসাধ্য হয়।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহু র্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদ্দিমুপাসতে ॥ কেন ১।৬ ॥

অন্তঃকরণ দ্বারা লোকে যাঁহাকে চিন্তা করিতে পারে না কিন্তু অন্তঃকরণ যদ্বারা উদ্ভাসিত হয় বলিয়া ব্রহ্মবিদ্‌গণ কহিয়া থাকেন, তুমি তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জান, কিন্তু এই, যাঁহাকে লোকে অনাত্মরূপে উপাসনা করে তাঁহাকে নহে। তিনি অন্তকরণের পরিচালক (subject ; not object) তিনি বুদ্ধির বিষয় নহেন। বুদ্ধি তাঁহার বিষয় ; ও তাঁহারই চৈতন্যে চৈতন্যবান। স্থির চিত্ত তাঁহাকে স্পর্শ করে, জ্ঞান নেত্রে তাঁহাকে দেখে।

এই পূতিগন্ধ শরীরটাকে অহংভাবে চিন্তা করিতে করিতে এই শরীরটাই 'আমি' হইয়া পড়িয়াছে। শরীর পতন হইলেও 'আমি' থাকে, আবার শরীর ধারণ করে দেহের দুর্গন্ধযুক্ত মল মূত্র স্থানে বিতৃষ্ণা স্বাভাবিক সত্ত্বেও চিন্তন (কুচিন্তা) শক্তি দ্বারা পশুবৃত্তি জাগিয়া উঠে এবং তাহাতে অনুরাগ হয়। কুচিন্তন ত্যাগে, বিচার পূর্ব্বক চিন্তন দ্বারা, প্রতিকূল ভাব উৎপন্ন হয়। সচ্চিন্তনে সদনুরাগ হয়। ঈশ্বর চিন্তনে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগিয়া উঠে ও ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা হয়। অপবিত্র যোগের

(dirty connection) চিন্তন করিলে অপবিত্র যোগের জন্য ব্যাকুলতা হয়। বহির্মুখী মন বিষয় চিন্তন করে (স্বাভাবিক) অন্তর্মুখী মন (পুরুষার্থ দ্বারা) আত্মচিন্তন করে। অভ্যাস প্রয়োজনীয়। চিন্তন করিতে করিতে আসক্তি ও ব্যাকুলতার উদ্ভব হয় এবং চিন্তনীয় বস্তুর রূপ, মন ধারণ করিয়া পরে তাহাতেই তন্ময় হইয়া যায়। পূতিগন্ধ দেহে আসক্তি ত্যাগে, পবিত্র দেহীতে আসক্ত চিত্ত হইতে হয়। দেহী অর্থাৎ ঈশ্বর, অর্থাৎ তাঁহার অনুমান ও অনুসন্ধান করিতে হয়।

দুশ্চিন্তন দ্বারা বীর্য্য তরল হয়, মস্তিষ্ক দুর্ব্বল, শরীর নিস্তেজ ও স্বর ক্ষীণ হইতে থাকে। ঈর্ষা, দ্বেষ ও ক্রোধাদির প্রাবল্যে শরীর শুষ্ক ও মন অশুদ্ধ হইতে থাকে। অসদ কামনা বন্ধনের মুল ; কামনা সিদ্ধ না হইলে দুঃখের সৃষ্টি হয়। সদ্-চিন্তন সদেচ্ছা সদকামনা মুক্তির পথের পথিক করে। মনটিকে শুদ্ধ নির্ম্মল করাই প্রধান সাধনা। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা সম্ভবে না এবং ব্যাকুলতা না হইলে তন্ময়তা আসে না ; তন্ময়তার জন্যই সাধনাদির বহু প্রণালী। সাত্ত্বিক জীবন যাপন এবং ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া থাকা উত্তম প্রণালী। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন ;—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

গীতা ১৮।৬৬ ॥

ইহা আশার ও দয়ার বাণী। সর্ব্বধর্ম্ম অর্থাৎ কুলধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম আশ্রমাদি ধর্ম্ম. মোক্ষধর্ম্ম, আপদ্ ধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, ইত্যাদি সমস্ত ধর্ম্ম তাঁহার অপেক্ষায় তুচ্ছ। সেই জন্য বলিয়াছেন সমস্ত ধর্ম্ম ত্যাগে কেবল আমাব শরণাপন্ন হও। অর্থাৎ ইহার চেয়ে আর উত্তম ধর্ম্ম নাই। শরণাপন্ন হওয়া

একটা কম পুরুষার্থ নহে যে প্রাক্তন (প্রারব্ধ) ক্ষীণ হইবে না। সেই জন্য বলিতেছেন তোমায় সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব। আবার বলিতেছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যংতে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে॥ ১৮।৬৫॥

মচ্চিত্ত, মদ্ভক্ত হও, আমাকেই নমস্কার কর, প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমাকেই লাভ করিবে। অভ্যন্ত তমোগুণী না হইলে এই অমৃতরূপ বাণীতে অবিশ্বাস করিতে পারে না। এই শ্লোক দুটি পরিষ্কার একেশ্বর বাদ। অদ্বৈত তত্ত্ব দূরের কথা একেশ্বর বাদ ও সাধারণের হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে না তাই "প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাম্" এবং "সাধকানং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা" সত্ত্ব গুণ প্রবৃদ্ধ না হইলে একেশ্বর বাদ ফুটিয়া উঠে না, রজোগুণের প্রাবাল্যে পৃথক পৃথক নানাত্ব জ্ঞান চিত্তে উদিত হয়। তমোগুণী নিরীশ্বর। বিনা ভক্তি শ্রদ্ধা আশ্রয়ে কর্ম্ম, উপাসনা বা জ্ঞান কিছুরই সাধন হয় না। যার ভক্তি শ্রদ্ধা নাই তাকে শাস্ত্র শোনানো ভস্মে ঘী ঢালা বৎ বা নিষেধ।

ঈশ্বর পূজন বা তাঁহার বিভু দেবদেবীর পূজন পত্র পুষ্প ফল জল বা পত্র, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও জল অথবা কেবল ফুল জল বা কেবল জল দিয়া ও হইয়া থাকে। ইহা নিত্য ক্রিয়া। আবার ইন্দ্রিয়াদি দ্বারাও পূজন হয় অর্থ তদুদ্দেশে ইন্দ্রিয় সমুদয় প্রদান।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসিযৎ।
যত্তপস্যসি রাম ত্বং তৎকুরুষ্ব মদর্পনম্।
ততঃ পরতরং নাস্তি ভক্তির্ম্ময়ি রঘুত্তম॥ শিবগীতা ১৪।৪৪॥

ঈশ্বর বলিতেছেন হে রঘুত্তম তুমি নিজের কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করিয়া কেবল আমাকেই সমস্ত ক্রিয়ার উদ্দেশ্য স্থান

রূপে নিবদ্ধ রাখিবে। তুমি যাহা কিছু করিবে, যাহা ভোজন করিবে, যাহা হোম, দান বা তপস্যা অনুষ্ঠান করিবে তৎসমস্তই আমাতে অর্পণ করিবে। ইহাই আমার পরাভক্তির লক্ষণ, অতঃপর আর ভক্তির শ্রেষ্ঠ অবস্থা নাই। ঈশ্বর বা ঈশ্বরী একই বস্তু কেবল সাধকের বা ভক্তের রুচি বা ভাবের ভেদ মাত্র গন্তব্য স্থান সেই অলিঙ্গ স্বপ্রকাশ তত্ত্ব।

বিধিনাঽ বিধিনাবাপি ভক্ত্যা যে মামুপাসতে।
তেভ্যঃ ফলঃ প্রযচ্ছামি প্রসন্নোঽহং ন সংশয়ঃ॥

শিবগীতা ১২।৫৬॥

মহেশ্বর বলিতেছেন হে রাম যাহারা ভক্তি পূর্ব্বক আমার উপাসনা করে তাহারা বিধি পূর্ব্বক বা অবিধি পূর্ব্বকই করুক আমি প্রসন্ন হইয়া (ভক্তির জন্য) তাহাদিগকে অভীষ্ট ফল প্রদান করি ইহাতে সংশয় নাই।

এতদেব সদা ধ্যায়েৎ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।
আসিনো বা শয়ানো বা গচ্ছন্ তিষ্ঠন্ সদা শুচিঃ॥

গীতাসার ৫৬॥

জীব উপবিষ্ট থাকুক বা শয্যাশায়ী থাকুক বা গমন করিতে থাকুক স্থির ভাব অবলম্বন করুক, সর্ব্বদা শুচি হইয়া ধ্যেয় ঈশ্বরের ধ্যান করিলে তাহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

যাঁহারা কষ্টে জীবন যাপন করেন তাঁহারা উৎকৃষ্ট সাধক হন। অভাবই অনুসন্ধানের মূল।

আহার দেবেন তিনি রে মন জিব দিয়াছেন যিনি। তোরে সৃষ্টি করে তোর কাছে যে আছেন তিনি ঋণী। এই ভাবটিকে মনের কোনে স্থান দিয়া নিজের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করা উচিত।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ গীতা ৭।১৬ ॥

হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন, চারি প্রকার সুকৃতিশালী জন আমার ভজনা করে। আর্ত্ত (রোগার্ত্ত, শোকার্ত্ত) জিজ্ঞাসু (আত্মজ্ঞান জিজ্ঞাসু) অর্থার্থী (ইহ লোকে ও পরলোকে ভোগার্থ সম্পদ প্রার্থী) এবং জ্ঞানী। পর শ্লোকে আবার বলিয়াছেন এ চারি সাধকই উৎকৃষ্ট কিন্তু জ্ঞানী আমার আত্ম স্বরূপ। প্রথম তিনটি সকাম জ্ঞানী নিষ্কাম।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ গীতা ৯।৩১ ॥

পাপিষ্ঠ ও আমাতে অনন্য ভক্তি হইলে শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হইয়া চির শান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয় তুমি নিশ্চয় রূপে জানিবে যে আমার ভক্ত বিনাশ পায় না (কত বড় আশার বাণী !) পর শ্লোকে বলিয়াছেন যাহারা পাপ জন্মা, স্ত্রী, বৈশ্য শূদ্রাদি তারাও আমাকে (ঈশ্বরকে) আশ্রয় করিলে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। ভাগবত ও, পার্থিব পদার্থ হইতে চিত্তকে উঠাইয়া সেই জ্ঞান স্বরূপ পুরুষে লয় করিয়া দিবার কথায় পরিপূর্ণ। শ্যামা সঙ্গীত ও কীর্ত্তনাদি বঙ্গ দেশের সৌভাগ্য। যিনি শ্যামা তিনিই শ্যাম। উপাসনাই জীবনের সম্বল। "নানুসন্ধেঃ পরা পূজা" অনুসন্ধান অপেক্ষা অর্চ্চনা আর নাই। "সদেহে পূজয়েদ্দেবং" নিজের দেহস্থ দেবতার (আত্মার = ঈশ্বরের) অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৩।১৩ — যিনি অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ অথচ পরিপূর্ণ স্বরূপ এবং যিনি অন্তরাত্মারূপে সর্ব্বদা প্রাণিগণের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন সেই জ্ঞানাধীশ, মনের দ্বারা সমর্থিত হইয়া পরে অখণ্ডাকারে বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা প্রকাশিত হন। যাঁহারা এই

তত্ত্ব জানেন তাঁহারা অমর হন। উপনিষদে পার্থিব বিষয়ের (রক্ষার্থে) ও প্রার্থনাদি আছে যথা—

মা ন স্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি
মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু বীরিষঃ।
বীরান্ মা নো রুদ্র ভামিতোহবধী
র্হবিষ্মন্তঃ সদমিৎ ত্বা হবামহে॥ শ্বেতাশ্বতর ৪।২২॥

হে রুদ্র তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের পুত্র ও পৌত্রকে বিনাশ করিও না, আমাদিগের গোদিগকে ও অশ্বদিগকে বিনাশ করিও না, এবং আমাদের বিক্রমশীল ভৃত্যদিগকে বধ করিওনা—কারণ আমরা হব্য দ্রব্য লইয়া সর্ব্বদাই তোমায় আমাদের রক্ষার জন্য আহ্বান করিয়া থাকি। হব্য দ্রব্য যজ্ঞে প্রদান হয়। যজ্ঞ কি? যে কর্ম্ম বেদবিহিত তাহাই যজ্ঞ কর্ম্ম মানসিক বাচনিক ও কায়িক হইয়া থাকে। দেব কর্ম্ম কাহার ও সাধ্য দ্রব্য যজ্ঞ (কায়িক) কাহারও স্তুতিরূপ বা নাম যজ্ঞ অর্থাৎ দেবতার নাম জপ করা (বাচনিক) কাহারও বা চিন্তন মাত্র উপাসনাত্মক (মানসিক)। যজ্ঞ অর্থ অগ্নি প্রজ্জ্বালন নহে। আহুতি প্রদান দ্রব্য যজ্ঞের অন্তর্গত। ঋষিগণের স্তুতি রূপ যজ্ঞ সাধারণ মনুষ্যের দ্রব্য যজ্ঞ। দেবগণ অন্ন ভোজী নহেন তাঁহাদের তেজ, মন্ত্রদ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাঁহারা শ্রদ্ধা ভোজী। ঋষী যজ্ঞ অর্থাৎ ঋষিদ্রষ্ট মন্ত্র পাঠ, পিতৃযজ্ঞ তর্পণাদি, নৃ যজ্ঞ অতিথি সেবা, বৈশ্বানর যজ্ঞ নিজদেহে স্থিতির জন্য উদরস্থ বৈশ্বানর নামাগ্নিতে বিশ্বপ্রাণ উদ্দেশ্যে যে অন্নগ্রাস প্রদান হয়, প্রাণিগণের জন্য অন্ন ত্যাগ যথা গো, কাকাদি ভূত উদ্দেশে, ইহাকে প্রাণ যজ্ঞও বলে। বিষ্ণু যজ্ঞ বিষ্ণুতে চিত্তের তন্ময়তা। যজ্ঞ অনিষ্ঠ নাশক ইষ্ট ফল প্রদায়ক। বহু উপচারে দেবতাদি পূজনকে ত্যাগ যজ্ঞ বলে।

গীতায় জ্ঞানযজ্ঞ, ধ্যানযজ্ঞ, দ্রব্যযজ্ঞ এবং চণ্ডীতে যুদ্ধ যজ্ঞের উল্লেখ আছে।

ঋক্ ১০।৪৪।৭ যজ্ঞরত পিতৃগণ বিশুদ্ধ তেজ প্রাপ্ত হন। ঋক্ ৪।২।১৬ যজ্ঞ অগ্নি কেবল ভৌতিক জড় অগ্নি নহে দিব্যজ্যোতি, গূঢ়জ্যোতি মনুষ্যকে অমৃত প্রদান করে। বিশ্বামিত্র অগ্নিকে আত্মা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (অর্থাৎ অগ্নির সূক্ষ্ম ভাব)। উপহার দ্রব্যকে বলি বলে। প্রার্থনা মন্ত্র প্রায় সবই "পাহিমাং, রক্ষমাং, ত্রাহিমাং, শরণং প্রপদ্যে" মূলক। চিত্তকে শুদ্ধ করা ও শুদ্ধচিত্তে ঈশ্বর উপাসনা করা পরম যজ্ঞ। আত্ম সমর্পণ মহাযজ্ঞ।

ভৈরবী

পূজার থালায় আছে আমার ব্যথা শতদল,
হে দেবতা রাখো সেথা তোমার পদতল ॥
নিবেদনের কুসুম সহ,
লহ হে নাথ আমায় লহ,
যে আগুনে আমায় দহ,
সেই আগুনে আরতি দীপ জ্বেলেছি উজ্জ্বল ॥
যে নয়নের জ্যোতি নিলে,
কাঁদিয়ে পলে পলে।
মঙ্গল ঘট ভরেছি নাথ,
সেই নয়নের জলে।
যে চরণে কর আঘাত,
প্রণাম লহ সেই পদে নাথ।
রিক্ত তুমি করলে যে হাত
হে দেবতা লও সে হাতের অর্ঘ্য সুমঙ্গল ॥
(আত্ম সমর্পণের আদর্শ)

উপনিষদের কিঞ্চিৎ বিবরণ :- উপনিষৎ = (উপ + নি + সদ্) অর্থাৎ যাহা সত্বর নিশ্চিতরূপে আত্ম সমীপে লইয়া যায়। ইহার অপর নাম বেদান্ত কিংবা ব্রহ্মবিদ্যা। এই নামে অনেক গ্রন্থ দৃষ্ট হয় বলিয়া পণ্ডিতগণ উপনিষদকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন যথা (১) বৈদিক—যাহা কোন বেদাংশ, যেমন ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, কৈবল্য, প্রশ্ন, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর, ইত্যাদি (বিশেষ আদরণীয়)। (২) আর্ষ্য – যাহা ঋষি প্রণীত। (৩) সাম্প্রদায়িক যাহা পৌরাণিক দেবতাদি বিষয়ক (অবতারাদি বেদে দৃষ্ট হন না)। (৪) কৃত্রিম – যথা আকবারের সময় রচিত অল্লোপনিষদ প্রভৃতি। মুক্তিকোপনিষদে ঈশাদি ১০৮ খানির নাম পাওয়া যায়, তবে উপনিষদের সংখ্যা সঠিক নির্দ্দেশ করা দুরূহ ব্যাপার।

বেদের দুই কাণ্ড অর্থাৎ (১) কর্ম্ম কাণ্ড জীবকে অভ্যুদয় অর্থাৎ স্বর্গাদি অলৌকিক ফল, ও ধন রত্নাদি লৌকিক ফলের অধিকারী করে, কিন্তু (২) জ্ঞান কাণ্ড জীবকে চিত্তশুদ্ধি ক্রমে মুক্তির ভাগী করে। বৈদিক উপনিষদাদি অধিকাংশই জ্ঞান পথের পথিক করে। বেদান্তের কিঞ্চিতাংশ অতি উচ্চ, অতি বিরল বলিয়া শুষ্ক ভাবাপন্ন, সে জন্য সমগ্র রসাল বেদান্তকে শুস্ক বলা চলে না। বেদান্তের যত অধ্যয়ন ও অভ্যাস হইবে ততই উহা রসযুক্ত অনুভব হইবে। বেদান্ত অমৃত রসে পরিপূর্ণ। মর কে অমর করে।

জগদাত্মক বিরাট হইতে শ্রেষ্ঠ, হিরণ্যগর্ভাপেক্ষা ও উৎকৃষ্ট, সর্ব্ব ভূতের বিভিন্ন শরীরে নিগুঢ় ভাবে অবস্থিত, এবং জগতের অদ্বিতীয় পরিবেষ্টনকারী সেই ঈশ্বরকে অবগত হইলে জীবগণ অমর হইয়া থাকে। শ্বেতা ৩।৭ ॥

উপনিষদ অবলম্বনে প্রধানত: চারিটি মতবাদ উত্থিত হইয়াছে। অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত ও দ্বৈত। এখানে লেখকের বক্তব্য এই,—যেখানেই বাদ সেখানেই প্রতিবাদ, (খণ্ডন বা মণ্ডন) অর্থাৎ লাঠালাঠি বিদ্যা বা গোঁড়ামী; অর্থাৎ মোচড় দিয়া নিজবাদ অনুযায়ী প্রত্যেক বিষয়টির অর্থ করা ও সেটি ধারণ করা। এই মোচড়ের ফলে অনেক স্থলে, প্রসঙ্গ বা রস ভঙ্গ হইয়া যায়, ইহা বেদান্তের অভিপ্রায় নহে। মহাপুরুষরা সাধনার ক্রমকেই স্বীকার করেন। ব্যাপারটি অতি বৃহৎ ও উদার বলিয়াই লাঠালাঠির উদ্রেক হয়। বেদান্ত জানিবার জন্য উদারচেতা মহাপুরুষদের সৎ সঙ্গ করা আবশ্যক। উক্ত চারিটিই সম্প্রদায়ের মধ্যে মহাপুরুষগণ আছেন। যাঁহার সাম্প্রদায়িক ভাব ও প্রতিষ্ঠার লোভ ক্ষীণ হইয়াছে তিনিই মহাপুরুষ বটে।

পূজ্যপাদ:—শঙ্কর, রামানুজ, সায়নাচার্য্য, মধ্যাচার্য্য ভাস্করাচার্য্য, নিম্বার্ক প্রভৃতি, কিম্বা কণাদ (বৈশেষিক, গৌতম (ন্যায়), কপিলদেব (সাংখ্য), পতঞ্জলি (যোগ), জৈমিনী (পূর্ব্ব মীমাংসা), বাদরায়ণ (ব্রহ্মসূত্র), দেবতুল্য মহর্ষিগণদের সম্প্রদায়িকতা বশতঃ উপেক্ষা করা বা নিন্দা করা, নিন্দনীয় আচরণ, যাহা কি চুনোপুঁটিদের মধ্যে প্রবলরূপে প্রচলিত। ইঁহারা এক একটি উচ্চ ভাবের ও আদর্শের চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, যাহা রুচি অনুসারে গ্রহণীয়। শঙ্করদেবের সিদ্ধান্ত অতি উচ্চ এবং কেবল সাত্ত্বিক বুদ্ধি দ্বারাই জ্ঞাতব্য। বেদান্ত তর্কের বিষয় নহে। আলোচনা বিবেচনা ও উপলব্ধির বিষয়; অবিদ্যা ও অহংকার নাশক, ও উচ্চ সাধনার ভাণ্ডার। কয়েকটী শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য:—

তৈত্তিরীয় ৩।১০।৩-৪:—যশ রূপে পশু মধ্যে, জ্যোতিরূপে তারকারাশি মধ্যে, সন্তান উৎপত্তির অমৃতবৎ আনন্দের মধ্যে,

সুখরূপে জননেন্দ্রিয়ে, সর্ব্বস্বরূপ আকাশে, ব্রহ্মকে উপাসনা করিবে। সর্ব্বাধার রূপে আকাশে উপাসনা করিলে সাধক সর্ব্বাধার হন। তাঁহাকে মহত্ত্বগুণাদি-সম্পন্ন রূপে উপাসনা করিলে সাধক মহান হন, তাঁহাকে মনরূপে উপাসনা করিলে মননশীল হন। তাঁহাকে নম্রতা গুণ বিশিষ্ট রূপে উপসনা করিলে সমুদয় ভোগ্যবস্তু উপাসকের অধীন হয়। প্রধানতম-রূপে উপাসনা করিলে উপাসক প্রধানতম হন। তাঁহাকে ব্রহ্মের সংহার ক্রিয়ার দ্বাররূপে উপাসনা করিলে উপাসকের বিদ্বেষকারী ও বিদ্বেষহীন শত্রুগণ প্রাণ ত্যাগ করে। পরমাত্মা পুরুষ মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট এবং সূর্য্য মণ্ডলে ও অভিন্নরূপে অবস্থিত।

তৈত্তি ২।৬ঃ—প্রাণই প্রাণীগণের আয়ু। যাঁহারা প্রাণকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন তাঁহারা পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হন।

শ্বেতা ১।১১ঃ—ঈশ্বরকে জানিলে সমস্ত বন্ধন ক্ষীণ হয়, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। তাঁকে আত্মরূপে ধ্যান করিলে (শুদ্ধ ও একাগ্রচিত্তে) অণিমাদি সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য লাভ হয় এবং অবশেষে ঐশ্বর্য্যাতীত হইয়া পূর্ণানন্দ রূপে অবস্থিতি হয়।

কঠ ১।৩।১১ঃ—বিবেকী পুরুষ ইন্দ্রিয়বর্গকে মনে অর্পণ করিবেন। মনকে প্রকাশাত্মক বুদ্ধিতে অর্পণ করিবেন, বুদ্ধিকে প্রথমজ মহত্তত্ত্বে (ব্যাপক প্রাণে) অর্পণ করিবেন এবং উক্ত মহান আত্মাকে (হিরণ্যগর্ভকে) মুখ্য আত্মাতে (ঈশ্বরে) লয় করিবেন।

শ্বেতা ১।১০ঃ—একাগ্রচিত্তে (হৃদয়াকাশে) পরমাত্মার (জীবাত্মা হইতে অভেদ রূপে) ধ্যান করিলে সংসার মায়ার নিবৃত্তি হয়। চিত্তকে নিজ আত্মায় সমাহিত করিতে হয়। আত্ম-প্রকাশ হৃদয়াকাশেই প্রবল। (১।৮) পরস্পর সংযুক্তভাবে

অবস্থিত এই বিনাশী ও অবিনাশী কার্য্য ও কারণাত্মক বিশ্বকে ঈশ্বর ধারণ করিয়া আছেন, সেই আত্মাই (ঈশ্বরই) অনীশ্বর (জীব) রূপে ভোক্তৃত্ব অবলম্বন করিয়া সংসার আবদ্ধ হন এবং তিনিই ঈশ্বরকে (নিজকে) জানিয়া সমুদয় বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন।

Note :—এই ব্যাপারটির ভিতরে "অহং" বলিয়া পদার্থ (বন্ধন)টি ঢুকিয়া আছে বলিয়াই আমাদের পৃথক অস্তিত্ব, ভোক্তৃত্ব, কর্ত্তৃত্ব ; (সুখ দুঃখ ইত্যাদির পৃথক অনুভূতি হয় যেহেতু আমরা "অহং"এর অধীনে)।

অস্তীত্যেবোপলব্ধ ব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ
আস্তীত্যেবোপলব্ধ তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥ কঠ ২।৩।১৩ ॥

অস্তি রূপে অনুভব বা উপলব্ধি করিতে হইবে এবং **তত্ত্ব** রূপে উপলব্ধি করিতে হইবে। তখন আত্মার **স্বরূপ** তত্ত্বান্বেষীর সম্মুখে উপস্থিত হয়।

প্রশ্ন ১।১৬ :—যাঁহাদের মধ্যে কুটিলতা, অসত্য ও মিথ্যাচার নাই তাঁহাদেরই পক্ষে সেই বিশুদ্ধ ব্রহ্মলোক। উপাসনাযুক্ত সৎকর্ম্মাদির ফল ব্রহ্মলোক।

মুণ্ডক ৩।১।৫ :—যাঁহাকে চিত্তমল শূন্য যতিগণ উপলব্ধি করেন, সেই জ্যোতির্ম্ময় শুদ্ধ আত্মাকে অবিচল সত্য, নিত্য একাগ্রতা ও অটুট ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই হৃদাকাশে উপলব্ধি করিতে হয়। সত্যেরই জয় হয় মিথ্যার নহে।

ছান্দোগ্য ৮।৩।৩ :—সুপ্রসিদ্ধ সেই আত্মা হৃদয়েই অবস্থিত। উক্ত হৃদয় শব্দের নির্ব্বাচন এই যেহেতু হৃৎ (পিণ্ডে) অয়ম বা ইনি (অর্থাৎ আত্মা ; অতএব উহা (হৃৎ+অয়ম=হৃদয়ম) হৃদয়। এইরূপ জ্ঞানী অবশ্যই প্রতিদিন স্বর্গলোক লাভ করেন। ৮।১২।৪—৭ :—যিনি চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করেন, যিনি

জানেন "আমি গন্ধ উপলব্ধি করি" যিনি জানেন "আমি বাক্য বলি" যিনি জানেন "আমি শুনি" যিনি জানেন "আমি চিন্তা করি" (ইত্যাদি) তিনি আত্মা ; মন ইহার দৈব চক্ষু (যন্ত্র)। উক্ত এই (ব্যাপক) আত্মাকে দেবগণ উপাসনা করেন সেই জন্য সকল লোক এবং সকল কাম্য বস্তু তাঁহাদের আয়ত্ত হইয়াছে। যে কেহ উক্ত আত্মাকে শাস্ত্র ও আচার্য্য হইতে বিদিত হইয়া বিশেষরূপে অনুভব করেন তিনি সকল লোক ও সকল কাম্য প্রাপ্ত হন।

বর্ত্তমান যুগে, ভারত হেন ক্ষেত্রে, সাধনার অভাবে, সিদ্ধি লাভ লোপ পাইতেছে। সত্ত্ব প্রধান চিত্তে বেদান্ত সুবোধগম্য রজ-প্রধান চিত্তে কাম, ক্রোধ ও লোভের আধিক্য হয়।

চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বং ত্রৈলোকং সচরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

কর চরণ কৃতং বা কায়জং কর্ম্মজং বা
শ্রবণ নয়নজং বা মানসং বাহপরাধম্।
বিহিত-মবিহিতং বা সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্ব
জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমহাদেব শম্ভো॥

সমাপ্ত

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	১	সম্প্য	সম্পদ
৬	২৪	নিগুণ	নির্গুণ
৮	১৮	কাণ শীরর	কারণ শরীর
৯	১৫	আষাস	আভাষ
১৩	১৭	বম্ববিহীন	বিম্ববিহীন
১৪	২০	মহাপ্রলয়ে	মহা মহাপ্রলয়ে
১৫	৯	কোথয়	কোথায়
২৯	৪	সত্য	সত্ত্ব
৩১	২১	ধর্ম্মার্জ্জূন	ধর্ম্মার্জ্জন
৩৮	১৭	তার	আর
৪৮	৯	ধ্যানে	ধ্যান
,,	১৩	ধ্যানং	ধ্যান
৫০	১০	or শ্বেতা	delete
৫১	২১	করে	করে
৫২	২৪	আমাব	আমার
৫২	১৫	ইশ্বর	ঈশ্বর
৫৩	৭	অভ্যন্ত	অত্যন্ত
৫৮	৮	আর্য্য	আর্য্য
৬১	১১	আস্তী	অস্তী

পুস্তক		মূল্য	গ্রন্থকার
প্রবন্ধাবলী	১ম ভাগ	২৲	শ্রীশ্রীমণ্ডলেশ্বর মহারাজ
	২য় „	১।০	„
	৩য় „	২৲	„
	৪র্থ „	১॥০	„
গীতা বোধিনী		৩৲	„
উপাসনা		১৲	„
বৈদিক যুগে		১৲	„
আধ্যাত্ম বিদ্যা		১৲	„
বেদান্ত সোপান		১৲	„
মহাপুরুষ বাণী		॥০	„
উপনিষদ রহস্য		॥০	„
Vedic Culture		7/8/-	„
উপনিষদের কথা		৩৲	স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি
গুরু গীতা		৸০	„
ঈশোপনিষদ (টিকা অনুবাদ সহ)		১৲	স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি
কেনোপনিষদ	„	১॥০	„
কঠোপনিষদ	„	৩৲	„
মুণ্ডকোপনিষদ	„	২॥০	„
প্রশ্নোপনিষদ	„	২॥০	„
ঈশ, কেন, কঠ (টিকা ও বঙ্গানুবাদ সহ)		৩৲	„
ঈশ্বর উপাসনা		॥০	ডাঃ ইন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীশ্রীভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রম—লালতারা বাগ—হরিদ্বার।